NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ‘এক দেশ, এক শিক্ষা ব্যবস্থা’, মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্তকে সমর্থন শমীকের

চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিদায় নিতে পারে বর্ষা ৩

কলকাতা ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২৭ ভাদ্র ১৪৩৩ সোমবার বিংশ বর্ষ ৯৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 14.09.2026, Vol. 20 Issue No. 95, 8 Pages, Price 3.00

বৃহস্পতিবার থেকে রাজ্যে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি পরিষেবা আরও সহজে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ পালনের নির্দেশ দিয়েছে নবান্ন। রাজ্যের সমস্ত দপ্তর, জেলা প্রশাসন, পুরসভা এবং ব্লক প্রশাসনকে সমন্বিত ভাবে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবান্নের জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্য সামনে রেখে একাধিক কর্মসূচিকে একই ছাতার তলায় আনা হয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় ‘আশীর্বাদের প্রদীপ’ কর্মসূচির মাধ্যমে অভিযানের সূচনা হবে। সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একযোগে প্রদীপ প্রজ্বলনের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় প্রায় ৫০ হাজার প্রদীপ সংগ্রহের প্রস্তুতি নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে প্রদীপ প্রজ্বলনের আয়োজন করা হবে। ১৭ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে ‘আমার স্বপ্নের ভারত, চিত্র সেবা’ কর্মসূচি। স্কুল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বক্তৃতা, অঙ্কন, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা এবং প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। একই সময়ে ‘নমো সেবা;অজানা কাহিনি’ শীর্ষক কর্মসূচিতে সঙ্গীত ও নাটকের মাধ্যমে বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে।

এছাড়া ১৫ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ‘অন্ন মিলন সেবা’ কর্মসূচির মাধ্যমে পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং মহিলাকেন্দ্রিক প্রকল্পে অংশগ্রহণ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে ‘সেবার কাহিনি’ কর্মসূচি। সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতা ভিডিও, ছবি, রিল এবং লিখিত আকারে সংগ্রহ করবে জেলা প্রশাসন। ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর ‘সেবায় আমার যোগদান’ কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মতো জনকল্যাণমূলক কাজে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, বিভিন্ন শিবির থেকেই যোগ্য উপভোক্তাদের সরকারি প্রকল্পে নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা থাকবে। ২ থেকে ৪ অক্টোবর তিন দিনের ‘সেবা সেতু অভিযান’ চলবে। ব্লক, পুরসভা ও পুরনিগম এলাকায় শিবিরের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

অভিযানের শেষ পর্বে ৬ অক্টোবর ‘সেবার রঙে, দেশের সঙ্গে’, ৭ অক্টোবর ‘সেবা জ্যোতি কলস যাত্রা’ এবং ৯ অক্টোবর ‘সেবা ফার্স্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ’ আয়োজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শেষোক্ত কর্মসূচিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং ক্রীড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী উদ্যোগ তুলে ধরা হবে।

ফের একফ্রেমে মোদী-পুতিন-শি

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: ফের একবার দিল্লিতে চলল ব্রিক্স জোটের শক্তিপ্রদর্শন। জোর দেওয়া হল ব্রিক্সের তিন শক্তিধর দেশের মিলিত ক্ষমতাপ্রদর্শনের উপর। একই সঙ্গে আভাস মিলল দিল্লির সঙ্গে বেজিং এবং মস্কোর কূটনৈতিক সমীকরণেরও। ব্রিক্স সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একফ্রেমে দেখা গেল চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে।

আন্তর্জাতিক এই জোটকে যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশেষ পছন্দ করেন না, তা আগে বিভিন্ন সময়ে স্পষ্ট করেছেন তিনি। বিশেষ করে জোটের দুই সদস্য, রাশিয়া এবং চিনকে আমেরিকার দুই প্রধান প্রতিপক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়। এ অবস্থায় মোদী, পুতিন এবং শির একসঙ্গে এই ছবির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। একসঙ্গে এই ছবি ত্রিমাত্রিক অক্ষের শক্তিপ্রদর্শন বলে মনে করছেন অনেকে। গত বছরে চিনের তিয়ানজিন শহরে বসেছিল এসসিও সম্মেলন। সেখানেও এক ফ্রেমে দেখা গিয়েছিল তিন রাষ্ট্রনেতাকে। তা নিয়ে কটাক্ষও করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

এই নিয়ে পর পর দু’দিন একফ্রেমে ধরা পড়লেন ব্রিক্সের ত্রয়ী। শনিবারও শি এবং পুতিনের সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করেছিলেন মোদী। রবিবার ফের তিন জনের ছবি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক কোনও সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রনেতারা একসঙ্গে ছবি থাকেন। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তবে এই ত্রয়ীর ছবি বরাবরই আন্তর্জাতিক মহলে বরাবরই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। বিশেষ করে ব্রিক্স-প্রসঙ্গে ট্রাম্পের ধারাবাহিক অসন্তোষ এই ছবির গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে। শনিবার ১১ দেশের জোটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ‘গ্রুপ ছবি’ তোলার সময়েও পুতিন এবং শিকে দু’পাশে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মোদী।

গত শুক্রবার দিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে মোদী-পুতিনের। শনিবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন শিও। কূটনৈতিক সম্পর্কের নিরিখে দিল্লির দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বন্ধু মস্কো। অন্য দিকে, গলওয়ান সংঘাতের পর ভারত-চিন যে শৈত্য তৈরি হয়েছিল, গত দু’বছরে তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে দিল্লি এবং বেজিং। এ অবস্থায় দিল্লিতে এ বারের ব্রিক্স সম্মেলন আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবারই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ব্রিক্স কারও বিরুদ্ধে নয়। সকলকে সঙ্গে নিয়েই চলতে আগ্রহী ১১ দেশের এই আন্তর্জাতিক জোট।

বার্তা কি ট্রাম্পকে?

১১ দেশের জোট ব্রিক্স শনিবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছে। তাতে নাম না-করে আমেরিকার একতরফা শুল্কনীতির নিন্দা জানানো হয়েছে। পশ্চিম এশিয়া এবং গাজার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তারা। বস্তুত, পশ্চিম এশিয়ায় ব্রিক্সের সদস্যরাষ্ট্র ইরানের সঙ্গে আমেরিকার সামরিক উত্তেজনা চলছে। অন্য দিকে গাজায় সামরিক অভিযান চালাচ্ছে আমেরিকার ‘বন্ধুরাষ্ট্র’ ইজরায়েল। এ অবস্থায় ব্রিক্সের ঘোষণাপত্রে এই দুই অঞ্চলের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, পহেলগাঁও হামলারও নিন্দা জানিয়েছে ব্রিকস। ভারত শুরু থেকেই বলে আসছে, পাকিস্তান থেকে জঙ্গিরা এসে ওই হামলা করেছিল।

বস্তুত, গত এক বছরে ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতি নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। বিশেষ করে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশের ওপরে একতরফা ভাবে শুল্ক চাপিয়ে দেওয়া নিয়ে নিজের দেশেই প্রশ্নের মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে আমেরিকাকে। রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল তারা। তার জন্য ভারতের ওপরে জরিমানা-শুল্কও চাপিয়েছিল। সম্প্রতি ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা। শুধু তাই নয়, যে দেশ ইরানের সঙ্গে চুক্তি করবে, তাদের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা চাপানোর হুঙ্কার দিয়েছে।

অভিষেকের দুই প্রাক্তন দেহরক্ষীর বয়ানই সুমিতের বিরুদ্ধে চার্জশিটে অস্ত্র সিআইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের চাপ আরও বাড়াল রাজ্য গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডি। শালবনির বিতর্কিত জমি কেলেঙ্কারি ও বিপুল অর্থ তছরুপের মামলায় এবার খোদ অভিষেকের দুই প্রাক্তন দেহরক্ষীর বয়ানকে ঢাল করে সুমিতের বিরুদ্ধে ফাঁস আরও শক্ত করলেন তদন্তকারীরা।

মেদিনীপুর আদালতে জমা দেওয়া নথিতে সিআইডির চাঞ্চল্যকর দাবি, দীর্ঘ জেরার মুখে অবশেষে নিজের অপরাধের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন অভিযুক্ত সুমিত রায়। এদিকে সিআইডি সূত্রে খবর, শালবনিতে উদ্বাস্তুদের চাষাবাদের জন্য বরাদ্দ সরকারি জমি অনিয়ম করে দখল ও তা জালিয়াতির মাধ্যমে বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা হাতানোর একটি সুসংগঠিত চক্র গড়ে উঠেছিল। আর এই পুরো চক্রের অন্যতম মূল মাথা ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রভাবশালী আপ্তসহায়ক। আদালতের ফরোয়ার্ডিং লেটারে গোয়েন্দারা দাবি করেছেন, জেরার মুখে এতদিন অসহযোগিতা করলেও শেষপর্যন্ত পিছু হঠতে বাধ্য হন সুমিত।

গত ২ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর আদালতে পেশ করা চার্জশিটে সিআইডি এক একাধিক চাঞ্চল্যকর বিস্ফোরক তথ্য সামনে এনেছে। চার্জশিট অনুযায়ী, শালবনি জমি জালিয়াতির মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া কোটি কোটি কাঁচা টাকা প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা সোজাসুজি পৌঁছে দিতেন সুমিত রায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে। ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সুমিতের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৭ কোটি টাকার বিপুল অঙ্কের জমা পড়ে। যার উপযুক্ত কোনও উৎসের হিসাব সুমিত দিতে পারেননি। পাশাপাশি এই দুর্নীতিতে প্রায় ১৫ কোটি টাকার বেআইনি লেনদেনের নথিও গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে।

পাশাপাশি তদন্তে সিআইডির মূল হাতিয়ার হয়ে উঠেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই প্রাক্তন দেহরক্ষীর বিস্ফোরক জবানবন্দি। তাঁদের পাশাপাশি সুজয় হাজরার ব্যক্তিগত গাড়িচালক, একাধিক ব্যবসায়ী ও মিডলম্যান-সহ মোট ২০ জন সাক্ষীর বয়ান নথিবদ্ধ করা হয়েছে চার্জশিটে। গাড়িচালকের বয়ানেও ক্যামাক স্ট্রিটে টাকা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সরকারি জমি দখল ও দুর্নীতির এই চক্রে সুমিতের পাশাপাশি নাম জড়িয়েছে প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরা, অনিতেশ পাইরা এবং একাধিক মধ্যস্বত্বভোগীর (দালাল)। অভিষেকের দেহরক্ষীদের বয়ান থেকেই গোয়েন্দারা নিশ্চিত হন যে, সুমিতের নির্দেশেই শালবনির জমি হাতানোর নীল নকশা তৈরি হয়েছিল।

উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবন থেকে সিআইডি গ্রেপ্তার করে সুমিত রায়কে। জমি কেলেঙ্কারির টাকা ঠিক কোথায় কোথায় গিয়েছে এবং এর পিছনে আর কোনো প্রভাবশালী যুক্ত রয়েছেন কি না, সে বিষয়ে তদন্ত জারি রেখেছেন গোয়েন্দারা।

জোড়া খেতাবে মোদীর শুভেচ্ছা

■ **রবিবার জোড়া সাফল্য পেল ভারতীয় জুনিয়র হকি টিম। জুনিয়র এশিয়া কাপে টানটান লড়াইয়ে চিনকে থ-ছ গোলে হারিয়ে খেতাব জিতল ভারতের জুনিয়র মহিলা টিম। অন্য দিকে, পুরুষদের জুনিয়র হকিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে ঞ-থ গোলে হারিয়ে টানা চারবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। এই জোড়া সাফল্যের জন্য ভারতের পুরুষ ও মহিলা জুনিয়র হকি টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, এই সাফল্যে খেলোয়াড়দের প্রতিভা ও ইচ্ছাশক্তির প্রতিফলন ঘটেছে। এক্স একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ভারতীয় হকির জন্য গর্বের মুহূর্ত! দুর্দান্ত অপরাজিত অভিযানের মাধ্যমে এশিয়া কাপ ধরে রাখার জন্য আমাদের জুনিয়র মহিলা হকি টিমকে অভিনন্দন।’ অন্য একটি পোস্টে মোদী লেখেন, ‘অভিনন্দন... এটা বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য সাফল্য।’**

শাহের ঘোষণা

■ **নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে এসেছে বিজেপি। সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যেই অন্যতম অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে শাহ বলেন, ‘ইতিমধ্যেই কয়েকটা রাজ্যে আমরা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করেছি। ২০২৯ সালের মধ্যে দেশের ২১টি এনডিএ শাসিত রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হবে বলে আমি আত্মবিশ্বাসী।’ উল্লেখ্য, দিল্লি-সহ ১৫টি রাজ্যে বিজেপি একাই ক্ষমতায় রয়েছে। বাকি রাজ্যগুলিতে শরিকের সঙ্গে সরকার গড়েছে গেরুয়া শিবির।**

ভারত চ্যাম্পিয়ন

অষ্টম এশিয় কাপ জিতলেন হরমনপ্রীতরা

‘বিরল খনিজকে হাতিয়ার করা উচিত নয়’

বন্ধুত্বেও বেজিংকে স্পষ্ট বার্তা মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: বন্ধুত্ব, অংশীদারিত্ব আর সহযোগিতার বার্তার পাশাপাশি ব্রিকস সম্মেলনের শেষ দিনে চড়ল কূটনীতির পারদও! চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে পাশে নিয়ে বিরল খনিজ নিয়ে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বললেন, বিরল খনিজকে হাতিয়ার করা উচিত নয়। এটি যৌথ প্রবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে। একইসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলায় ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে আরও জোরালো সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রবিবার ব্রিকসের সমাপ্তি বক্তব্যে মোদী পরিবেশ সুরক্ষার এবং মানবজাতির উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেন। বলেন, ‘এবার ব্রিকসের সভাপতিত্বকালে ভারত মূলত চারটি বিষয়ের উপর মনোযোগ দিয়েছিল। সেগুলি হল, সহনশীলতা, উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও স্থায়িত্ব।’ তাঁর কথায়, ‘সদস্য দেশগুলির সহায়তায় ভারত এই জোটের যৌথ লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করেছে।’ প্রধানমন্ত্রীর সতর্কবার্তা, ‘কৌশলগত সম্পদ ও প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হলে, তা যৌথ উন্নয়নকে ব্যাহত করতে পারে। তাই প্রযুক্তি ও

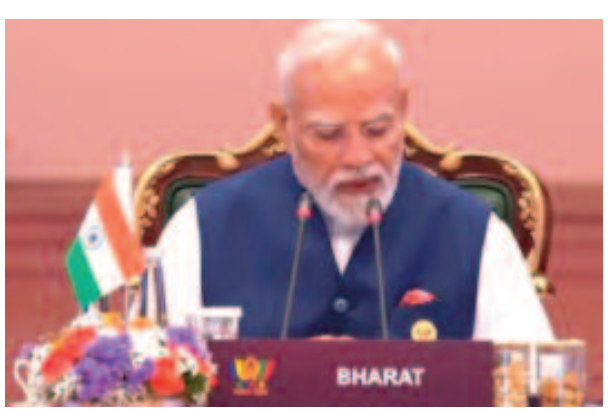

বিরল খনিজ সম্পদকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।’ মোদী আরও বলেন, ‘এই জোটের মধ্যেকার সহযোগিতার পরিধি কেবল সরকারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়; বরং এতে উদ্যোক্তা, কৃষক, গবেষক, নারী, তরুণ ও সাধারণ নাগরিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।’ বর্তমান বিশ্বে সেমিকন্ডাক্টর, ব্যাটারি, আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এবং উন্নত প্রযুক্তি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বিরল খনিজের প্রায় ৯০ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করে চিন। কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধের জেরে বেশ কিছু খনিজ রপ্তানির উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করে বেজিং। ফলে বিশ্ববাজারে ওই সকল খনিজের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। চিনের উদ্দেশ্য ছিল, এই খনিজগুলি আটকে দিয়ে আমেরিকার উপর চাপ সৃষ্টি করা। কিন্তু তার রেশ গোটা বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ে। তাই মোদীর বক্তব্য, খনিজ সম্পদের মতো জরুরি উপাদানকে যদি কোনও দেশ নিজের রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক স্বার্থে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে, তাহলে সংকটের মুখে পড়বে বিশ্বে। বিশ্লেষকদের মতে, এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আসলে বেজিংকেই এক রকম বার্তা দিলেন।

প্রতীক কার, নথি জমায় বুধবার পর্যন্ত সময় কালীঘাট তৃণমূলকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল কংগ্রেসের ‘জোড়াফুল’ প্রতীক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের টানাপোড়েনের মধ্যেই নতুন সময়সীমা বেঁধে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ঋতব্রত শিবিরের জমা দেওয়া নথির পরিপ্রেক্ষিতে কালীঘাট শিবিরের আর কিছু বলার থাকলে বা নতুন কোনও নথি পেশ করতে হলে তা ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টের মধ্যে জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে পরের দিন, ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টেয় দিল্লিতে শুনানি হতে পারে। তার পরেই প্রতীক নিয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত জানাতে পারে। শনিবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সদর দপ্তরে দুই শিবিরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয়। এই বৈঠকের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে কমিশন জানায়, ঋতব্রত শিবিরের পেশ করা নথি ও বক্তব্যের জবাব দেওয়ার সুযোগ থাকছে। এক্ষেত্রে কমিশনের পরামর্শ, কালীঘাট শিবির নতুন কোনও নথি জমা দিলে তার একটি প্রতিলিপি ঋতব্রত শিবিরকেও দিতে হবে। ঋতব্রত শিবির যদিও কমিশনের কাছে একাধিক নথি জমা দেয়। এর মধ্যে রয়েছে ১১ সেপ্টেম্বরের একটি চিঠি, ১২ সেপ্টেম্বরের একটি ইমেল এবং আলিপুর আদালতের ৭ জুলাই, ৩ অগস্ট ও ৬ অগস্টের তিনটি নির্দেশের কপি।

এছাড়া ১২ সেপ্টেম্বর চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের লেখা একটি চিঠি এবং ৫ জুন প্রকাশিত একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনও জমা দেওয়া হয়েছে। ওই প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল ‘তৃণমূলকে ঢেলে সাজলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়’। যদিও কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, ওই নথিগুলি খতিয়ে দেখার পর যদি শুনানির প্রয়োজন হয়, ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লি নির্বাচন সদনে দুই পক্ষকে ফের ডাকা হবে। সেখানেই প্রতীক নিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্তের পথ খুলতে পারে। তবে কমিশনের এই চিঠি নিয়ে কালীঘাট শিবিরে উদ্বেগের ছবি নেই। শনিবার কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ-আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি দাবি করে বলেন, কমিশন কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়নি। তিনি আরও বলেন, ‘কমিশন আমাদের ১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর হাজির হওয়ার জন্য বলেছে। আমাদের প্রার্থীরা যথারীতি দলের নিজস্ব প্রতীক নিয়েই উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।’ এর মধ্যেই আগামী ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনের দিন ভোট। গণনা ৯ অক্টোবর। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর। ফলে তার আগেই কমিশনের সিদ্ধান্ত হলে দুই শিবিরের জন্যই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক শিবির। যদিও এই দুই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থীরা শেষ পর্যন্ত ‘জোড়াফুল’ প্রতীকেই লড়বেন কি না, তা এখন কমিশনের সিদ্ধান্তের দিকেই তাকিয়ে দুই শিবির। ১৭ সেপ্টেম্বর শুনানি হলে তার পরেই প্রতীক নিয়ে জটিলতার পরবর্তী পর্ব সামনে আসতে পারে বলেই ধারণা রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

মমতা শিবিরে প্রার্থী ঘোষণা

■ **নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নন্দীগ্রামে সঙ্খিতা প্রধান দে এবং রেজিনগরে রবিউল আলম চৌধুরী প্রার্থী হচ্ছেন। এই দুই কেন্দ্রেই আগামী ৬ অক্টোবর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ফল ঘোষণা হবে ৯ অক্টোবর। ফলে ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরালো হচ্ছে রাজনৈতিক তৎপরতা। এর মধ্যেই প্রার্থীদের নাম সামনে এনে প্রচারের প্রস্তুতি শুরু করল কালীঘাট তৃণমূল।**

২৫২ মাদ্রাসা বন্ধের নোটিস, শো-কজ ১০০টিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যজুড়ে অনুমোদনহীন মাদ্রাসার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত বিজেপি সরকার। প্রথম দফায় ২৫২টি মাদ্রাসাকে বন্ধের নোটিস দিয়েছে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর। দপ্তর সূত্রের খবর, এই তালিকার অধিকাংশই খারিজি মাদ্রাসা। একই সঙ্গে আরও ১০০টি মাদ্রাসাকে শো-কজ নোটিস পাঠানো হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব দিতে না-পারলে তাদের বিরুদ্ধেও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু জানিয়েছেন, শোকজ করা ১০০টি মাদ্রাসার নথিপত্রে একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়েছে। সেই কারণেই তাদের কাছে ব্যাখ্যা তলব করা হয়েছে। জবাব সন্তোষজনক না হলে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের জুলাই মাসে রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসাগুলির পরিকাঠামো, ছাত্রসংখ্যা, পরিচালন ব্যবস্থা এবং অর্থের উৎস খতিয়ে দেখতে বিস্তৃত সমীক্ষা চালানো হয়। জেলা প্রশাসনের রিপোর্টে উঠে আসে, রাজ্যে প্রায় ২,৩৯৬টি মাদ্রাসার সরকারি অনুমোদন নেই।

এর পরেই কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া, হুগলি এবং হাওড়া, এই ১২টি জেলায় অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলির কার্যকলাপ খতিয়ে দেখতে জেলাভিত্তিক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরে একই ধরনের তদন্ত বাকি জেলাগুলিতেও সম্প্রসারিত হয়।

দপ্তরের দাবি, তদন্তকারী কমিটিগুলির রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রথম পর্যায়ে ২৫২টি মাদ্রাসাকে বন্ধের নোটিস এবং আরও ১০০টিকে শোকজ করা হয়েছে। তদন্তের প্রক্রিয়া এখনও চলছে। ফলে ভবিষ্যতে আরও অনুমোদনহীন মাদ্রাসার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে দপ্তর সূত্রের ইঙ্গিত।

পানিহাটির ধানকল মোড়ে সিইএসসির বহুতল ভবনে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রবিবার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটে পানিহাটির ধানকল মোড় সন্নিহিত বিটি রোড এলাকায়। এদিন দুপুরে আচমকাই আগুন লাগে সিইএসসি-র একটি ডিস্ট্রিবিউশন অফিসে। মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুনের লেলিহান শিখা বহুতলের নিচের তল থেকে ভবনের অন্যান্য ঘরেও ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দমকলের সাতটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আড়াই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দারাও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। স্থানীয় বাসিন্দা সৌমেন বিশ্বাস জানান, গাড়ির টায়ার ফাটার মতো একটা বিকট আওয়াজ তিনি শুনতে পান। তারপর তিনি দেখেন সিইএসসি-র বহুতল ভবন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তাঁর দাবি, ট্রান্সফরমার বাস্ট হয়েই ওই বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অমিত কুমার সিং বলেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। কিভাবে ওখানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী ইভা রানী চ্যাটার্জ্জী**, স্বামী ৺অজয় চ্যাটার্জ্জী, সাকিম ৮২, ব্রহ্ম সমাজ রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪, **২)শ্রীমতী কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী**, স্বামী শ্রী দীপক চক্রবর্ত্তী, সাকিম ৫/৭০৯ কাটাগঞ্জ, বেদিভবন, নদীয়া, **৩)শ্রীমতী মিতালী চ্যাটার্জ্জী**, স্বামী শ্রী সুধীর চ্যাটার্জ্জী, সাকিম তেঘরিয়া, মগরা, হুগলী, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২১/০৯/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00067/2012 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, আমাকে (**শ্রী সনৎ ব্যানার্জ্জী ওরফে সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী**, পিতা ৺কানাই লাল ব্যানার্জ্জী, সাকিম খন্যান, পাণ্ডুয়া, হুগলী,) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০১/১০/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-04068/2012 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমত্যা ছবি ক্ষেত্রপাল**, স্বামী ৺বাবলু ক্ষেত্রপাল, সাকিম খন্যান দক্ষিণ পাড়া, খন্যান, পাণ্ডুয়া, হুগলী, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল- ১)জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা খন্যায়, ১২৯ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৭৭, ৩৪৭, ১২১৬, ১৪৫২ ও ১৫৭১ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক ৩৯৮৪ তথা হাল এল.আর. ৪৬৬১ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৪ শতক তন্মধ্যে ০৭ শতক সম্পত্তি এবং ২)জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা মূলটী, ১৩০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৫১, ৪৮২, ৫৮২, ৭৩৬ ও ৯০ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২১৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৭৬ শতক তন্মধ্যে ৯.৫ শতক সম্পত্তি,একুনে দুইটি দফায় মোট ১৬.৫ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা শ্রীমত্যা ছবি ক্ষেত্রপাল, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী সনৎ ব্যানার্জ্জী ওরফে সনৎ কুমার ব্যানার্জ্জী, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী রত্না বন্দোপাধ্যায়**, স্বামী শ্রী তাপস বন্দোপাধ্যায়, পিতা ৺দেবীপ্রসাদ নাগ, **২)শ্রী অনীশ নাগ**, পিতা ৺মনীষ নাগ, **৩)শ্রীমত্যা নিবেদিতা নাগ**, স্বামী ৺মনীষ নাগ, **৪)শ্রী কৌশিক চন্দ্র নাগ**, পিতা ৺শিবপ্রসাদ নাগ, **৫)শ্রীমত্যা আলো নাগ**, স্বামী ৺শিবপ্রসাদ নাগ, **৬)শ্রী রাজকুমার নাগ ওরফে ত্রিদিবেশ নাগ**, পিতা ৺তারাপ্রসন্ন নাগ, **৭)শ্রী শিবানী নাগ**, স্বামী ৺তারাপ্রসন্ন নাগ, সকলের সাবেক সাকিম গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০১/০৪/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-01400/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **৮)শ্রী মানস নাগ**, পিতা ৺শ্যামাপ্রসাদ নাগ, সাবেক সাকিম গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩, ১-৮ সকলের হাল সাকিম ২১বি গোবিন্দ ঘোষাল লেন, ভবানীপুর, কালিঘাট, কোলকাতা-৭০০০২৫, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে **শ্রী মানস নাগ** নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৭/০৫/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02957/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী অরূপ সাঁতরা**, পিতা সনৎ সাঁতরা, সাকিম বীরপুর, বালিদহ, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩), বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা সাবেক ধনিয়াখালী তথা হাল গুড়াপ, মৌজা হাসামপুর, জে.এল. নং ১২৮, হাল এল.আর. ৭৮ নং খতিয়ান হইতে, ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ১২৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৫০ শতক এবং ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০৭ শতক, একুনে দুইটি দাগ হইতে মোট ৫৭ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি, **শ্রী অরূপ সাঁতরা**, পিতা সনৎ সাঁতরা, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- শ্রী অরূপ সাঁতরা, ক্রেতা

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 07/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21347 নং এফিডেভিট বলে আমি, Malati Chakraborty Bhattacharya, W/o. Ashoke Chakraborty & D/o. Dinobandhu Bhattacharya, R/o. Champahati, Simlagarh, Pandua, Hooghly-712135, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Malati Bhattacharya বিবাহের পর Malati Chakraborty Bhattacharya নামে পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু আমার আধার কার্ডে আমার নাম Malati Chakraborty (Bhattacharya) লিপিবদ্ধ আছে। যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া সকল নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Malati Chakraborty Bhattacharya লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Malati Chakraborty Bhattacharya, Malati Chakraborty (Bhattacharya) & Malati Bhattacharya W/o. Ashoke Chakraborty & D/o. Dinobandhu Bhattacharya, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/08/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 19396 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sk Arshad Ali, S/o. Sk Isad Ali, সাকিম হোসেনাবাদ, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B/2025/1543806) আমার পিতার সঠিক নাম Sk Isad Ali-এর পরিবর্তে Sekh Isad Ali লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পিতার সঠিক নাম Sk Isad Ali লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমি Sk Arshad Ali S/o. Sk Isad Ali ও Sk Arshad Ali S/o. Sekh Isad Ali এবং আমার পিতা Sk Isad Ali ও Sekh Isad Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

INDIAN INSTITUTE OF EDUCATION
Naul, Shyampur, Howrah

Wanted

Wanted Asst. Prof. in P. Sc., Health and Physical, Music (Performing Arts), Librarian for B.Ed. within 10 days:- iie3620@gmail.com Eligibility as per NCTE Norms.

M - 9674834107

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী মুকুল কুমার সিনহা ওরফে মুকুল কুমার সিংহ, ২)শ্রী মাধব সিংহ ওরফে মাধব চন্দ্র সিংহ, ৩)শ্রী সুশান্ত সিংহ ওরফে সুশান্ত কুমার সিংহ, ৪)শ্রী মধুসূদন সিনহা ওরফে মধুসূদন সিংহ, ৫)শ্রী মদন সিংহ ওরফে মদন মোহন সিংহ, ৬)শ্রী বৃন্দাবন সিনহা ওরফে বৃন্দাবন সিংহ, ৭)শ্রী নরেন্দ্রনাথ সিনহা ওরফে নরেন্দ্রনাথ সিংহ, ৮)শ্রীমতী তপতী কোলে**, স্বামী শ্রী দেবদাস কোলে, সকলের পিতা ৺আশুতোষ সিংহ ওরফে আশুতোষ সিনহা, ১নং সাকিম ২৫৯ (১১২-এ), এন.এস. রোড, মল্লিক বাগান, শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, ও ২,৩,৪,৭নং এর সাকিম সুগন্ধ্যা, দিল্লী রোডের মোড়, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, এবং ৫,৬,৮নং এর সাকিম কামদেবপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৩/০১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-00091/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**সেখ সোহেল**, পিতা সেখ নূর ইসমাইল, সাকিম কামদেবপুর, সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা কামদেবপুর, ৭৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২০ নং খতিয়ান হইতে, ১)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২০২ নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় কমবেশী ১৬ শতক, ২)আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২০৫ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় কমবেশী ২৬ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট কমবেশী ৪২ শতক সম্পত্তি উক্ত দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি **সেখ সোহেল**, উক্ত আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর বর্তমান ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন/করিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সেখ সোহেল, আমমোক্তার**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **রফিকুল ইসলাম কয়াল**, পিতা সাইফুল ইসলাম কয়াল ওরফে সফিউল আলম কয়াল, সাকিম চেড়াগ্রাম কয়ালপাড়া, চেড়াগ্রাম, গুড়াপ, হুগলী-৭১২৩০৩, পঃবঃ, মহাশয় বিগত ইং ০৪/০৯/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03898/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **শ্রী তরুন রায়**, পিতা ৺শচীনন্দন রায়, সাকিম চাঁপাবেড়ে, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২, পঃবঃ, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী তরুন রায়** নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৪/০৮/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., ধনিয়াখালী, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-02414/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী রাজেশ কুমার ভকত**, পিতা শ্রী গোপাল প্রসাদ ভকত, সাকিম সোমসপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২), বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা হারপুর, জে.এল. নং ১০৩, হাল এল.আর. ১৭, ৮৯, ২৪৪ ও ২৫৪ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৯৭৭ তথা হাল এল.আর. ১২৬২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২২ শতক তন্মধ্যে বিক্রেতার নিজ ২০ শতক তন্মধ্যে পূর্বে বিক্রয়কৃত ১৬ শতক বাদে অবশিষ্ট ০৪ শতক তন্মধ্যে ০.১৪৭৭ অংশে ৩.২৫ শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমি, **শ্রী রাজেশ কুমার ভকত**, পিতা শ্রী গোপাল প্রসাদ ভকত, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী রাজেশ কুমার ভকত, ক্রেতা**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)সুবর্না দে, ও ২)সৌরভ দে**, উভয়ের পিতা ৺নারায়ন মনোরঞ্জন দে ওরফে নারায়ন চন্দ্র দে, উভয়ের সাকিম নুনিয়াডাঙ্গা, বৈঁচী, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয়/মহাশয়াদ্বয় বিগত ইং ০১/০৮/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00131/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে, আমাকে (**কেয়া দে**, স্বামী ৺নারায়ন মনোরঞ্জন দে ওরফে নারায়ন চন্দ্র দে, সাকিম নুনিয়াডাঙ্গা, বৈঁচী, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি তপশীল- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা বৈঁচী, ২০ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৩২১/১ নং কৃঃ খতিয়ান হইতে, সাবেক ৯২৪৬ তথা হাল এল.আর. ৯২৫৫ নং দাগে শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ৩৭ শতক মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১৮ শতক সম্পত্তি তন্মধ্যে বিগত ইং ২০/০৫/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১) I-02039/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সুজয় তালুকদার**, পিতা সুবোল তালুকদার, সাকিম বেড়েলা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয়কে ০৪ শতক সম্পত্তি, ২) I-02040/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে সমীরন তালুকদার, পিতা সুবোল তালুকদার, সাকিম বেড়েলা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয়কে ০৩ শতক সম্পত্তি, ৩) I-02041/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **রোশন সাহানী**, স্বামী রঞ্জিত সাহানী, সাকিম নুনিয়াডাঙ্গা, বৈঁচী, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয়াকে ০১ শতক সম্পত্তি, এবং ৪) I-02038/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **কৌশিক ব্যানার্জ্জী**, পিতা সন্তোষ ব্যানার্জ্জী, সাকিম বেগুনিয়া, সাতগাছিয়া, মেমারী, পূর্ব বর্ধমান-৭১৩৪২২, মহাশয়কে ৩.৫ শতক সম্পত্তি, একুনে চারটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ - **১)সুজয় তালুকদার, ২) সমীরন তালুকদার, ৩) রোশন সাহানী ও ৪) কৌশিক ব্যানার্জ্জী**, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **কেয়া দে, আমমোক্তার**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipore
Succession Certificate Case No. 40/2025
Subrata Maity & two others ....Petitioners, D/F-06/10/26

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেল **সুব্রত মাইতি, মনিকা গোমস্ ও কল্যানী হালদার** দরখাস্ত কারীগন অত্র আদালতে উইল মোকর্দ্দমা মৃত **দেবী রানী দত্ত** ওয়ারিশগন নিম্নের তপশীল সম্পত্তির সাক্সেশান সার্টিফিকেট পাইবার নিমিত্ত সাকসেসন মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র আদালতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন নতুবা আইন মোতাবেক অত্র মোকর্দ্দমা নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল (Schedule)

S.B.I. Midnapore Branch. A/C NO-31644895341, CIF NO.-85985618990
Name-Debi Rani Dutta.

Sl	Account No.	Product	Balance
1.	31644895341	REGULAR SB CHQ -INDIVIDUALS	79,983.00
2.	32909845984	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	45,870.00
3.	33019049667	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	24,001.00
4.	33856789201	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	22,995.00
5.	34086726382	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	30,414.00
6.	34894284923	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	44,312.00
7.	354204456091	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	16,462.00
8.	35600585476	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	54,301.00
9.	36365920084	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	24,694.00
10.	36574940499	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	33,924.00
11.	36717304680	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	15,415.00
12.	36815546129	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	27,741.00
13.	36909347843	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	24,648.00
14.	36968698065	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	32,377.00
15.	37043024508	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	20,390.00
16.	37196026204	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	1,10,329.00
17.	37437488599	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	14,507.00
18.	37490671135	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	18,860.00
19.	37559922834	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	24,643.00
20.	37672039892	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	79,701.00
21.	37837783338	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	69,456.00
22.	37899330816	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	20,500.00
23.	37970277714	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	17,691.00
24.	38035041377	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	21,866.00
25.	38089606959	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	20,463.00
26.	38145610318	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	24,700.00
27.	38214457952	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	23,328.00
28.	38285493408	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	27,418.00
29.	38350553125	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	17,797.00
30.	38419297100	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	17,778.00
31.	38481076297	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	21,861.00
32.	38555203928	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	21,816.00
33.	3867060839	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	76,089.00
34.	38714551128	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	24,456.00
35.	38801000656	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	24,355.00
36.	38875305631	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	65,653.00
37.	39097166216	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	29,697.00
38.	39237998125	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	39,940.00
39.	39281051251	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	30,872.00
40.	39349851811	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	30,793.00
41.	39445392833	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	81,947.00
42.	39528094549	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	43,585.00
43.	39603173028	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	49,675.00
44.	39688075805	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	30,218.00
45.	39758526839	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	31,580.00
46.	39829181714	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	81,337.00
47.	39962284648	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	25,643.00
48.	40037486261	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	79,370.00
49.	40154094825	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	40,268.00
50.	40194568165	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	52,469.00
51.	40250160141	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	35,438.00
52.	40314781615	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	1,10,952.00
53.	40394554393	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	28,915.00
54.	40467914299	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	23,121.00
55.	40534269615	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	52,285.00
56.	40604545179	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	27,871.00
57.	40669097403	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	36,177.00
58.	40739036869	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	51,369.00
59.	40811636887	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	58,371.00
60.	40941776439	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	29,169.00
61.	41008970838	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	28,000.00
62.	41077238587	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	52,586.00
63.	41149538422	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	1,10,511.00
64.	41226401864	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	13,271.00
65.	41303944087	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	50,853.00
66.	41376602479	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	75,551.00
67.	41534521523	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	52,448.00
68.	41619265542	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	51,307.00
69.	41700950869	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	51,303.00
70.	41865805803	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	54,619.00
71.	41948374837	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	25,635.00
72.	42030548142	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	53,493.00
73.	42117236284	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	86,656.00
74.	42211333074	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	51,727.00
75.	42299417215	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	11,612.00
76.	42385139533	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	51,725.00
77.	42469005334	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	52,783.00
78.	42553502259	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	36,948.00
79.	42736687696	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	33,783.00
80.	42827960050	STD-MOD GENPUB IND-1YR-2 YRINR	43,286.00

S.B.I. Midnapore Branch. A/C NO-11161784499, Debi Rani Dutta, CIF-NO-85985618990
Rs. 75,623/- Seventy Five Thousand, Six Hundred twenty Three only.
Total Rs. 34,88,661/-
Thirty Four Lakh Eighty Eight Thousand Six Hundred Sixty One Only.
Barun Kr Santra, Sheristadar,
District Delegate Paschim Medinipur.

IN THE 2nd COURT OF CIVIL JUDGE (SR. DIV.), MIDNAPORE
T.S. NO. 244 OF 2023
Sk. Salim and others - Plaintiffs
Vs.
Sk. Halim & others - Defendants

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে জানানো যায় যে, **সেক সালিম**, পিতা হানিপ শেখ, সাকিন- সিপাই বাজার, চুড়িবালা মসজিদ, কাসাইপাড়া, পোস্ট - মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ও অন্যান্য, মহামান্য দ্বিতীয় দেওয়ানী আদালত (সিনিয়র ডিভিশন), পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে **৬। রুকসানা বিবি**, স্বামী - মিরাজ আনসারী, সাং ২৮/১১, রিসরা, পোস্ট - রিসরা, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা - হুগলি, **৭। নাজমা বিবি**, স্বামী মৃত মহম্মদ রফিক, **৮। সেক সফিক**, পিতা- মৃত মহম্মদ রফিক, উভয় সাং - ২৮/১১, আর. কে. রোড, রিসরা, পোস্ট-রিসরা, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলি ও অন্যান্য এর বিরুদ্ধে Partition and Separate possession এর নিমিত্ত T.S. No. 244/2023 নং মামলা করিয়াছেন। উক্ত নং মোকর্দ্দমা আগামী 28.09.26 তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারো কোন বক্তব্য থাকে তাহা হইলে, আগামী ধার্য্য তারিখে মহামান্য আদালতে আসিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করিবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক শুনানি হইবে। তপশীল: জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - কোতোয়ালী, মৌজা - চাঁদিয়ানাবাজার, জে.এল. নং ১৭০ দাগ নং ১৭০, পরিমাণ-০.০৬৩০ একর।

আদেশানুসারে,
Supriya Patra, Sheristadar
2nd Court of Civil Judge
(Sr. Div.), Midnapore 02/09/26

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল জয়ন্তী দেবী সাউ, স্বামী-সুবোধ কুমার সাউ, নিবাস- ১০/১ বি.এম. রোড, চাঁপদানী, পোঃ - বৈদ্যবাটি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, যাহার পরিমান ০.০২৪ সহস্রাংশ, মৌজা-খুঁড়িগাছি, জে.এল. নং. ২০, এল.আর. খতিয়ান নং. ২২৫/১, এল.আর. দাগ নং. ২২৪৭, জনৈক জহর লাল ধোলে, বলাই চন্দ্র ধোলে, উভয়ের পিতা-মৃত খগেন্দ্রনাথ ধোলে, রুপা ধোলে, স্বামী-মৃত জহরলাল ধোলে, সকলের নিবাস-খুঁড়িগাছি, পোঃ- এ্যাঙ্গাস, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী দ্বারা নিযুক্ত আমমোক্তার মনোজ কুমার সাউ ও মধু সাউ, আমমোক্তার দলিল নং. ০০২৫৮/২০১২ (ইং. ০৯/১০/২০২২), এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর দ্বারা অনুমোদিত নিকট হইতে এবং উক্ত জমির নাম খারিজের জন্য অর্থাৎ পরচা করিবার জন্য বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর নিকট আবেদন জানাইয়াছি। উক্ত বিষয়ের উপর কোন ব্যক্তির যদি আপত্তি থাকে তাহা হইলে সিঙ্গুর বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন, অন্যথায় সিঙ্গুর খলিসানী বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও. অফিস একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহন করিতে বাধ্য থাকিব।

Sananda Mallick
Advocate
Chandernagore Court
09.09.2026

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪,
মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাতে রাস্তায় বাস রাখলে নাইট পার্কিং বাবদ ৭০০ টাকা দিতে হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল জমানায় রাতে রাস্তার ধারে বাস পার্কিং বাবদ অর্থ সরকারের ঘরে জমা পড়ত না। কিন্তু নতুন সরকারের আমলে রাতে রাস্তার ধারে বাস পার্কিং বাবদ ৭০০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। রবিবার নারায়ণপুর স্টেডিয়াম ময়দানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে হাজির হয়ে এপ্রসঙ্গে পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, রাতে রাস্তার ধারে বাস রাখলে নাইট পার্কিং বাবদ ৭০০ টাকা লাগবে। এতে সরকারের যেমন আয় বাড়বে, তেমনি বাস মালিকরা নিশ্চিতে রাস্তার ধারে বাস রাখতে পারবেন। মন্ত্রীর কথায়, আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতাদের পুরোপুরি আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করলে চলবে না। রাজনৈতিক নেতাদের 'ইচ্ছা শক্তি'কে ব্যবহার করতে হবে। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রতিটি বিভাগে দক্ষ অফিসারদের নিযুক্ত করেছেন। মন্ত্রীর সংযোজন, পরিবহণ দপ্তরের যিনি ডিরেক্টর ছিলেন, তিনি অতটা দক্ষ ছিলেন না। ওনার জায়গায় একজন দক্ষ আইএএস অফিসারকে আনা হয়েছে। প্রসঙ্গত, একটা সময় কলকাতার মাঠগুলোতে জেলা এবং শহরতলির ছেলেরা দাপিয়ে ফুটবল খেলতেন। তবে আজ সবই অতীত। পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমী মন্ত্রী অর্জুন সিং বলেন, একটা সময় কলকাতার মাঠগুলোতে দাপিয়ে ফুটবল খেলতেন জেলা ও শহরতলি থেকে উঠে আসা খেলোয়াড়রা। এখন তো কলকাতার মাঠগুলোতে বিদেশিরা দখল নিয়েছে। মন্ত্রীর পরামর্শ, জেলা এবং শহরতলির বুক থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনতে হবে। উক্ত প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে এদিন হাজির ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক শীলভদ্র দত্ত, ভাটপাড়া পুরসভার তদন্ত কমিটির চেয়ারপার্সন হিমাংশু সরকার-সহ ক্রীড়াপ্রেমীরা।

ভারতীয় মিউজিয়ামে গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের ১০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দীক্ষামঞ্জরির উদ্যোগে নৃত্যানুষ্ঠান আয়োজিত হল। **ছবি: অদিতি সাহা**

পদ্মার ইলিশের ঘাটতিতে উল্টো স্রোত, গুজরাত-হাওড়া থেকে বাংলাদেশে গেল ৫০০ টন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: এতদিন বাংলাদেশ থেকে ইলিশ আসত এপারে। পুজোর আগে কলকাতার বাজারে পদ্মার ইলিশ ঘিরে থাকত আলাদা চাহিদা। এবার ছবিটা উল্টো। বাংলাদেশে ইলিশের উৎপাদন কম হওয়ায় ঘাটতি মেটাতে ভারত থেকেই ইলিশ কিনছে বাংলাদেশ। গত দু'-তিন মাসে গুজরাতের ভারুচ বন্দর এবং হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজার থেকে প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন ইলিশ বাংলাদেশে গিয়েছে। আগামী এক-দু'সপ্তাহের মধ্যে আরও ১৫০ থেকে ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ যাওয়ার কথা।

দুই বাংলার মানুষের খাবারের তালিকায় ইলিশের আলাদা জায়গা রয়েছে। বর্ষা এলেই ভাতের সঙ্গে ইলিশের নানা পদ ঘিরে দুই বাংলাতেই চাহিদা বাড়ে। যদিও এ বছর বাংলাদেশে মাছের জোগান কম থাকায় সেখানকার ব্যবসায়ীদের নজর পড়েছে গুজরাতের দিকে। ভারুচের পাশাপাশি হাওড়ার পাইকারি মাছ বাজার থেকেও বাংলাদেশে ইলিশ পাঠানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে হাওড়া হোলসেল ফিশ মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, আমরা সাধারণত এপার বাংলা থেকে বোয়াল, রুই, পারশে, ট্যাংরা ওপার বাংলায় পাঠাই। তবে এবার ওখানে ইলিশের ঘাটতি থাকায় প্রথমবার এখান থেকে বাংলাদেশে ইলিশ পাঠানো হল। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম এবং সিলেটে ডিম ভর্তি ইলিশের চাহিদা বেশি। যেহেতু গুজরাতের ইলিশে ডিম ভর্তি থাকে তাই তা ওখানকার মানুষের প্রথম পছন্দ। ওই মাছের ডিম বের করে তা তারা প্রসেসিং করে বিদেশে রপ্তানি করছেন। এছাড়াও ইলিশ মাছ শুকিয়ে স্থানীয় বাজারে ভালোই বিকোচ্ছে।

গুজরাতে এ বছর ইলিশের জোগান তুলনামূলক বেশি হওয়ায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের চাহিদাও সেখানে তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ডিমওয়ালা ইলিশের চাহিদা আছে চট্টগ্রাম ও সিলেটে। মাছ থেকে ডিম সংগ্রহ করে তা প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশে পাঠানোর পাশাপাশি শুকনো ইলিশও স্থানীয় বাজারে বিক্রি হচ্ছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি।

ইলিশের এই যাত্রার বিপরীত ছবির মধ্যে পুজোর বাজারের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এ বাংলার মাছ ব্যবসায়ীরাও। প্রতি বছর পুজোর আগে বাংলাদেশ ও মায়ানমার থেকে ইলিশ আসে কলকাতায়। বাংলাদেশ সরকারও এক সময়ে পুজোর উপহার হিসেবে কলকাতায় ইলিশ পাঠিয়েছে। এ বছর পরিস্থিতি কী দাঁড়ায়, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, প্রতি বছর পুজোর আগে এপার বাংলায় সাধারণত বাংলাদেশ এবং মায়ানমার থেকে প্রচুর ইলিশ মাছ আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ সরকার কলকাতায় পুজোর উপহার হিসাবে এই ইলিশ মাছ পাঠায়। তবে ওই দেশে নতুন সরকার গঠন হয়েছে। এই বছর এপারের মাছ ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ সরকারের মৎস্য বিভাগের কাছে সরাসরি ইলিশ মাছের জন্য আবেদন করেছেন। এখন দেখার কবে পদ্মার সুস্বাদু ইলিশ মাছ এসে পৌঁছয় কলকাতায়। অর্থাৎ, যে ইলিশ এতদিন বাংলাদেশ থেকে এ পারে আসত, সেই মাছই এবার ভারতের জলসীমা পেরিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে। পুজোর আগে পদ্মার ইলিশ কলকাতার বাজারে ফেরে কি না, এখন সেদিকেই নজর মাছ ব্যবসায়ীদের।

কাঁকিনাড়ার গণেশ পুজো উপলক্ষে পথ নির্দেশিকা প্রকাশ ট্র্যাফিক পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুম্বইয়ের পর কাঁকিনাড়ার গণেশ পুজোর সুখ্যাতি রয়েছে। এখানে ছোট-বড় মিলিয়ে দুই শতাধিক পুজো কমিটি গণেশ পুজো করে থাকে। বেশ কয়েকটি পুজো নজরকাড়া। গণেশ পুজো উপলক্ষে এলাকায় যানজট ও যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে বিশেষ পথ নির্দেশিকা প্রকাশ করল আতপুর ট্র্যাফিক গার্ড। রবিবার ভাটপাড়ার প্রেমচাঁদ শতবার্ষিকী ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পথ নির্দেশিকার উন্মোচন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এসিপি ট্রাফিক (নর্থ) সজল মান্ডি, এসিপি নৈহাটি দেবাদ্রি বিশ্বাস, আতপুর ট্র্যাফিক গার্ডের আধিকারিক সুরেশ্বর মণ্ডল-সহ দমকল ও বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রসঙ্গত, গণেশ পুজোর দিনগুলোতে কাঁকিনাড়ায় বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয়। তাই উৎসব চলাকালীন যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং জরুরি পরিষেবা সচল রাখার লক্ষ্যেই এই পথ নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

জোড়াফুল নিয়ে টানাপোড়েন, নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের প্রার্থী ঘোষণা করল মমতা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দলের জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে টানাপোড়েন এখনও মেটেনি। তার মধ্যেই নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নন্দীগ্রামে সঞ্চিতা প্রধান দে এবং রেজিনগরে রবিউল আলম চৌধুরী প্রার্থী হচ্ছেন। এই দুই কেন্দ্রেই আগামী ৬ অক্টোবর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ফল ঘোষণা হবে ৯ অক্টোবর। ফলে ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই জোরালো হচ্ছে রাজনৈতিক তৎপরতা। এর মধ্যেই প্রার্থীদের নাম সামনে এনে প্রচারের প্রস্তুতি শুরু করল কালীঘাট তৃণমূল। যদিও এই ঘোষণার রাজনৈতিক তাৎপর্য শুধু প্রার্থী তালিকায় সীমাবদ্ধ নয়। তৃণমূলের জোড়াফুল প্রতীক নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে যে টানাপড়েন চলছে। সেই বিরোধের মধ্যেই মমতার নেতৃত্বাধীন শিবিরের তরফে দুই কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করা হল।

নন্দীগ্রামে প্রার্থী করা হয়েছে সঞ্চিতা প্রধান দে'কে। এই কেন্দ্রটি রাজনৈতিক ভাবে অত্যন্ত নজরকাড়া কেন্দ্র। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধায়ক পদ ছেড়ে দেওয়ার পর আসনটি খালি হয়।

বুথ পাহারা, নাগরিক দুর্ভোগের খতিয়ান ও সুশাসনের বার্তা পুরভোটের ময়দানে নয়া রণকৌশলে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপি

দেবাশিস দে ● কলকাতা

কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটকে সামনে রেখে শীর্ষ নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে বিশেষ নির্বাচনী কমিটি গঠন এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির গ্রহণযোগ্য মুখ বাছাইয়ের প্রাথমিক প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই অনেকটাই এগিয়ে রেখেছে বিজেপি। যদিও দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আদি ও পুরনো কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তবে নিছক প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা বা সাংগঠনিক কমিটি ঘোষণার বাঁধাধরা ছকে সীমাবদ্ধ না থেকে, তৃণমূল স্তরে লড়াইয়ের ময়দান সাজাতে এবার নিশ্ছিদ্র বুথ পাহারা, নিবিড় জনসংযোগ এবং সরকার গঠনের অল্প দিনের মধ্যেই নেওয়া জনকল্যাণমুখী পদক্ষেপের সাফল্যের খতিয়ানকে মানুষের সামনে তুলে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বিগত পুর নির্বাচনগুলির তিক্ত অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে বুথভিত্তিক মাইক্রো-ম্যানেজমেন্টকেই প্রধান অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ওয়ার্ডের দুর্বল ও স্পর্শকাতর বুথগুলিকে চিহ্নিত করে অভিজ্ঞ কর্মীদের সমন্বয়ে বিশেষ নজরদারি দল গড়ার পাশাপাশি ভোটের দিন বুথ দখল ও ভুয়ো ভোটারের প্রবেশ ঠেকাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রতিরোধ বাহিনী মোতায়েনের রূপরেখা তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিটি বুথের বাইরে ডিজিটাল নজরদারি ও আইনি সহায়তা দল প্রস্তুত রাখার বিষয়টিও চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রচারের ময়দানে দীর্ঘদিনের নাগরিক দুর্ভোগের পাশাপাশি বর্তমান বিজেপি সরকারের উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষার সাফল্যকে সমান্তরালভাবে তুলে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে। বর্ষার জলযন্ত্রণা, বেহাল নিকাশি, পানীয় জলের সংকট, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা এবং বর্ধিত সম্পত্তি করের মতো বিষয়গুলির বিপরীতে নতুন সরকারের কার্যকর সুশাসনের চিত্রটি সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিশেষত, সরকারে এসেই দীর্ঘদিনের অচলাবস্থা কাটিয়ে দ্রুত বকেয়া পুরভোট করানোর যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তাকে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার বড় নজির হিসেবে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, মাত্র অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অন্নপূর্ণা যোজনার মতো একাধিক যুগান্তকারী সামাজিক প্রকল্প অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত করে সাধারণ ও নিম্নবিত্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে নজির সরকার গড়েছে, তা প্রচারের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, নাগরিক পরিষেবার গতি বাড়ানো এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুফল কীভাবে সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে, তা দ্বারে দ্বারে প্রচার ও পাড়াভিত্তিক পথসভার মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রতিটি ওয়ার্ডের ডিজিটাল টিমের সাহায্যে স্থানীয় সমস্যার বিপরীতে সরকারি উদ্যোগের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে পুরভোটের ময়দানে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাচ্ছে গেরুয়া শিবির।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৭ ভাদ্র ১৪৩৩, সোমবার

আজ গণেশ চতুর্থী, মণ্ডপের পথে সিদ্ধিদাতা। কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

‘এক দেশ, এক শিক্ষা ব্যবস্থা’, ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্তকে সমর্থন শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারের ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধ করা সিদ্ধান্ত এবং আরও ১০০টি মাদ্রাসাকে শোকজ করার সিদ্ধান্তকে রবিবার প্রকাশ্যে সমর্থন করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা না রেখে সব শিশুর জন্য সমান সুযোগ এবং আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুরনো বক্তব্য তুলে ধরে বামেদেরও আক্রমণ করেন তিনি।

রবিবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে শমীক বলেন, ২৫২টি মাদ্রাসা বন্ধের সিদ্ধান্ত এবং আরও ১০০টি প্রতিষ্ঠানকে শোকজ করার পদক্ষেপ প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে শমীক বলেন, এই সিদ্ধান্ত নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। বুদ্ধদেববাবু তো একদা প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে খারিজি মাদ্রাসার আড়ালে কী কাজ চলছে। কিন্তু সে দিন দলের ভেতরের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে তাঁকে পিছু হটতে হয়েছিল। সে দিন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথা যদি বামফ্রন্ট শুনত, তবে আজকের দিনে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হত না। এর আগে নিজের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে

নিজের অবস্থানও স্পষ্ট করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও শিশুর সুযোগ বা অধিকার আলাদা হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার জায়গাকে কোনও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ বা আচার-অনুশীলনের কেন্দ্র হিসেবেও দেখতে চান না তিনি। শমীকের বক্তব্য অনুযায়ী, শিক্ষার লক্ষ্য হবে জ্ঞান, যুক্তিবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করা। সময়ের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করার পাশাপাশি কর্মমুখী করাও প্রয়োজন। কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার বাইরে এমন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বলেছেন তিনি, যেখানে কোনও শিশুর ভবিষ্যৎ তার ধর্ম বা পরিচয়ের উপর নির্ভর করবে না। এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতির দাবি, রাজ্যে ‘এক দেশ, এক শিক্ষা ব্যবস্থা’ চালু হওয়া দরকার। তাঁর বক্তব্যে মাদ্রাসা বন্ধের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তকে সেই বৃহত্তর শিক্ষানীতির সঙ্গে যুক্ত করেই দেখা হয়েছে। রবিবার পুজো মণ্ডপের পাশে সিপিএমের বইয়ের স্টল এবং নাস্তিকতা নিয়ে দলের নেতা সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে শমীক বলেন, পুজো কমিটি অনুমতি দিলে সেখানে যে কেউ বইয়ের স্টল দিতে পারেন। তবে নাস্তিকতা ও প্রগতিশীলতা নিয়ে সুজনের বক্তব্যের পাল্টা দিতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য তুলে ধরেন তিনি। শমীক বলেন, বিতর্কটা উনি যে দিকে টানছেন, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ অনেক দিন আগেই জল ঢেলে দিয়ে গেছেন। এরপর স্বামীজির বক্তব্য উদ্ধৃত করে তাঁর সংযোজন, প্রাচীন ধর্ম বলিতেছে যে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক, আধুনিক ধর্ম বলিতেছে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। এই সংজ্ঞার সঙ্গে সুজন চক্রবর্তীর অবস্থান মিলিয়ে বিজেপি সভাপতি বলেন, এখন সুজন চক্রবর্তী যদি স্বামীজির দেওয়া এই আধুনিক সংজ্ঞার আওতায় চলে আসেন, তবে সেটা তাঁর এবং তাঁর দলের জন্য যথেষ্ট বিপজ্জনক।

হালিশহরে খেলার মাঠ দখল, মাঠ ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : হালিশহর পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের নবনগরে রয়েছে ভ্রাতৃ সংঘের খেলার মাঠ। একটা সময় ওই মাঠে ভিড় জমাতেন এলাকার কচিকাঁচারা এবং যুবকরা। খেলাধূলার উৎকৃষ্ট পরিবেশ ছিল এই ভ্রাতৃসংঘের খেলার মাঠে। তবে আজ সবই অতীত। খেলার মাঠ আগাছায় ভরে গিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূল জমানায় জমি হাঙরেরা মাঠ দখল করে নিয়ে সেই জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত চন্দ জানান, আগে মাঠে খেলাধূলা হত। কিন্তু তৃণমূল জমানায় বছর দুয়েক আগে খেলার মাঠটি বেদখল হয়ে গিয়েছে। যদিও ক্রীড়াপ্রেমী বিধায়ক সুদীপ্ত দাস তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন, মাঠটিকে পুনরুদ্ধার করে খেলার পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। তিনি জানান, আজ থেকে বহু বছর আগে চার-পাঁচজন কৃষক ওই জমিটা ক্লাবকে দান করেছেন। এঁরা সকলেই মারা গিয়েছেন। সুমিত বাবুর বক্তব্য, তৃণমূল জমানায় মাঠ দখলের

প্রতিবাদ করতে ভয়ে কেউই এগিয়ে আসেননি। রাজ্যে পালাবদল হতেই এলাকার মানুষজন খেলার মাঠ ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান বিধায়কের ওপর ভরসা করছেন। আরেক বাসিন্দা শিবু দাস বলেন, তৃণমূল জমানায় প্রাণের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করার সাহস দেখায়নি। ইতিমধ্যেই দুটি প্লট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। একটি প্লটে একটা বাড়িও গজিয়ে উঠেছে। খেলার মাঠটি যাতে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে তিনি সেটাই চাইছেন। বিজেপির বীজপুর-৪ মণ্ডল সভাপতি অমিত চৌবে বলেন, এলাকার ছেলেরা আগে ওই মাঠে খেলাধূলা করতেন। তিনি নিজেও ওই মাঠে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলেছিলেন। কিন্তু বিধায়ক এলাকাবাসীকে ভরসা দিয়েছেন। তাঁরা নিশ্চিতরূপে খেলার মাঠ ফিরে পাবেন। অমিতের অভিযোগ, তৃণমূল জমানায় খেলার মাঠ দখলের পাশাপাশি দেদার পুকুর বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। যদিও জমি হাঙরেরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। তাঁর হুঁশিয়ারি, যারা ভ্রাতৃ সংঘের খেলার মাঠ দখল করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

পুলিশের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে সপরিবারে বিজেপির দপ্তরে তারক সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরভোটের আগে রবিবার আচমকাই সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে হাজির হলেন প্রাক্তন মেয়র পারিষদ তারক সিং। এদিন তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বেশ কিছু নথিপত্র। তার পরিবারের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা এবং পুলিশের অসহযোগিতার অভিযোগ জানাতেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করতে আসেন বলে জানান তিনি। তবে রবিবার এভাবে পরিবার-সহ বিজেপির দপ্তরে অসকে কেন্দ্র করে নতুন দলবদলের জল্পনা শুরু হল রাজ্য রাজনীতিতে। রবিবার দুপুর ১টা নাগাদ সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে পৌঁছন তারক। সেই সময় সেখানে দলের বৈঠক চলছিল। তাতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। তারক সিং তাঁদের সঙ্গে দেখা করে নিজের অভিযোগের কথা জানান। কলকাতা পুরসভায় দীর্ঘদিন মেয়র পারিষদের দায়িত্বে ছিলেন তারক সিং। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে একাধিক অভিযোগ সামনে আসে। সেই আবহেই জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পারিষদের পদ থেকে ইস্তফা দেন তারক। পরে তিনি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের ঘনিষ্ঠ হন। অন্য দিকে, মেয়র পদ থেকে সরে দাঁড়ান ফিরহাদ হাকিমও। তবে এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের মধ্যে পুজোর পর কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমে ভোট হওয়ার কথা। নতুন পুরবোর্ড গঠনের আগে তারক সিংয়ের বিজেপি দপ্তরে যাওয়া নিয়ে তাই রাজনৈতিক মহলে বিশেষ গুঞ্জন শুরু হয়।

তবে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনার কথা নিজেই সরাসরি নাকচ করে দেন তারক। বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি জানান, তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে একাধিক ‘মিথ্যা মামলা’ করা হয়েছে। সেই মামলাগুলির ক্ষেত্রে পুলিশ সহযোগিতা করছে না বলেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন তিনি। যদিও বৈঠকের পরে তাঁর অভিযোগের কী সুরাহা হয়েছে, তা স্পষ্ট করে কিছু জানাননি প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য তারক সিং। যদিও তিনি আপাতত দলবদলের সম্ভাবনা নেই বলেই স্পষ্ট বক্তব্যে জানান। কিন্তু পুরভোটের মুখে তৃণমূলের প্রাক্তন মেয়র পারিষদের বিজেপি দপ্তরে গিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা বাড়ছে।

জগদ্দল বাজারের গণেশ পুজোর উদ্বোধন করলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।

পুজোর আগেই চালক-কন্ডাক্টরের ঘাটতি মেটাতে এনবিএসটিসিতে ৪৬১ নিয়োগ

রাস্তায় নামবে ডিপোতে পড়ে থাকা বাস, বাড়বে পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোর আগে উত্তরবঙ্গের বাস পরিষেবায় গতি আনতে ৪৬১ জন চালক ও কন্ডাক্টর নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। নির্দিষ্ট এজেন্সির মাধ্যমে ২৪৫ জন চালক এবং ২১৬ জন কন্ডাক্টর নেওয়া হবে। নিগমের দাবি, কর্মীর অভাবে দীর্ঘদিন ডিপোয় পড়ে থাকা বাসগুলিকে রাস্তায় নামানো এবং যাত্রী পরিষেবা বাড়ানোই এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার লক্ষ্য। নতুন কর্মীদের প্রাথমিক ভাবে এক বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে। কাজের মান সন্তোষজনক হলে পরে মেয়াদ বাড়তে পারে। আগের এজেন্সির অধীনে থাকা কর্মী ও সুপারভাইজরদেরও নতুন বেতন কাঠামোর মধ্যে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গাড়ির চালক পদের জন্য অষ্টম শ্রেণি পাশ এবং ভারী যাত্রীবাহী গাড়ি চালানোর লাইসেন্স-সহ অন্তত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে। বাস চালানোর বাস্তব অভিজ্ঞতাও পাঁচ বছর থাকতে হবে। কন্ডাক্টর পদে মাধ্যমিক বা সমতুল পাশের পাশাপাশি অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা এবং কন্ডাক্টর লাইসেন্স প্রয়োজন। দুই ক্ষেত্রেই বাংলা পড়তে ও লিখতে এবং ইংরেজি ও হিন্দি পড়তে পারা বাধ্যতামূলক করা

হয়েছে। এই বিষয়ে আবেদনকারীদের বয়স ২৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে বলেই দপ্তর সূত্রের খবর। নিগমের বিভিন্ন পরিষেবায় কর্মীর ঘাটতি একটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে প্রায় ৭৫ শতাংশ পদ খালি থাকায় চালক ও কন্ডাক্টরের অভাবে বহু নতুন ও পুরনো বাস ডিপোয় পড়ে থাকত। তার জেরে কিছু লাভজনক রুটও বন্ধ হয়ে যায়। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এনবিএসটিসির পরিষেবা ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ৬০টি নতুন বাস রাস্তায় নামানো হয়েছে। চলতি বছরে আরও ১০০টি নতুন বাস যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। পুজোর সময়ে যাত্রীদের চাপ সামলাতে নতুন রুট এবং বিশেষ পরিষেবা চালুর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

নিগমের সাধারণ, এক্সপ্রেস, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, ভলভো এবং প্রিমিয়াম স্লিপার পরিষেবাতেও প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে। নতুন কর্মীদের অটোমেটেড ফেয়ার কালেকশন সিস্টেম এবং গাড়ির অবস্থান নজরদারি ব্যবস্থার সঙ্গে কাজ করার প্রশিক্ষণ থাকতে হবে। সপ্তাহের সাত দিন পরিষেবা চালু রাখতে কর্মীদের পালা করে ছুটি দেওয়া হবে। চালকদের নির্ধারিত বেতনের সঙ্গে ভারী গাড়ি চালানোর ভাতা এবং অতিরিক্ত কাজের জন্য আলাদা পারিশ্রমিক দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে। তাদের জন্য ইপিএফ এবং ইএসআইয়ের সুবিধাও রাখা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, বিগত সরকারের উদাসীনতা ও অপশাসনের ফলে এনবিএসটিসি কার্যত পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। চালক ও কন্ডাক্টরের অভাবে ডিপোতেই ধুলো জমছিল প্রচুর বাসে। যার চরম খেসারত দিতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। আমাদের সরকার হওয়ার পরই এই পরিবহণ সংস্থাকে চাঙ্গা করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করেছে। পুজোর মরশুমের আগেই ২৪৫ জন চালক ও ২১৬ জন কন্ডাক্টর নিয়োগের সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে ডিপোতে আটকে থাকা বাসগুলি রাস্তায় নামানো হবে।

চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিদায় নিতে পারে বর্ষা, জানাল আবহাওয়া দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোরের আকাশে পেঁজা তুলোর মেঘ আর সোনালি রোদের মিঠে মিছরি মাখানো আবহাওয়া তৈরি করে রবিবার সকালে শরতের আগমনী বার্তা দিচ্ছিল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ। কিন্তু দুপুরের পরেই নিমেষে বদলে গেল পুরো ছবিটা। কালো মেঘে মুখ ঢেকে ঝেঁপে নামল নামল বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, স্থানীয়ভাবে মেঘপুঞ্জ তৈরি হওয়ার ফলেই হুট করে এই আবহাওয়ার রদবদল। তবে এই স্বস্তি সাময়িক। চলতি সপ্তাহের শুরু থেকেই বৃষ্টি সরে গিয়ে দেখা দেবে শুষ্ক আবহাওয়া। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গ থেকে পুরোপুরি বিদায় নিতে পারে বর্ষা; এমনটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

রবিবার দুপুর গড়াতেই তিলোত্তমার আকাশে মেঘের ঘনঘটা শুরু হয়। দুপুর ২টো ২০ মিনিটের পর থেকে কলকাতার বিভিন্ন অংশে দফায় দফায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি শুরু হয়। সেই সঙ্গে ছিল ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রপাত। পরিস্থিতি বিবেচনা করে তড়িঘড়ি কলকাতার জন্য ‘হলুদ সতর্কতা’ জারি করে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

অন্যান্য জেলাগুলির মধ্যে হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বৃষ্টির তীব্রতা ছিল অনেক বেশি। বিকেল গড়াতেই এই তিন জেলায় প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হয়। দুর্যোগের আশঙ্কায় হাওড়া ও দুই উপকূলীয় জেলায় ‘কমলা সতর্কতা’ জারি করে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। রাস্তাঘাটে চলাচলের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বাগেশ্বর বাবার মন্তব্য ঘিরে তপ্ত ভবানীপুর, থানার সামনেই হাতাহাতি কংগ্রেস-বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্গাপুজোয় বাঙালির আমিষ আহার নিয়ে মধ্যপ্রদেশের ‘বিতর্কিত’ সন্ন্যাসী বাগেশ্বর বাবা ওরফে ধীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর ‘পাখণ্ডী’ মন্তব্যের আঁচ এবার আছড়ে পড়ল কলকাতার রাজপথে। বিতর্কিত এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রবিবার দিনভর তুমুল উত্তেজনা ছড়াল ভবানীপুর থানা চত্বরে। থানায় কংগ্রেস নেতাদের হাজিরা দেওয়াকে কেন্দ্র করে মুখোমুখি সংঘাত বাধে বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। শুরু হয় উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা, যা নিমেষের মধ্যে পৌঁছয় ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতিতে। যার জেরে গোটা এলাকা জুড়ে তৈরি হয় চরম বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনাও।

ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে। দুর্গাপুজোর সময়ে বাঙালিদের মাছ-মাংস বা আমিষ খাওয়া নিয়ে অত্যন্ত আপত্তিজনক ও কটূ মন্তব্য করেছিলেন বাগেশ্বর বাবা ধীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী। তিনি দাবি করেছিলেন, পুজোয় যারা আমিষ খায়, তারা আসলে ‘পাখণ্ডী’, ভণ্ড ও অধার্মিক। এই মন্তব্যের রেশ ছড়িয়ে পড়তেই রাজ্যজুড়ে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রথায় আঘাত হানার প্রতিবাদে সুর চড়ায় নানা মহল। এর জবাবে কলকাতায় পথে নেমে প্রতিবাদ জানান প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি ধীরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর ছবিতে আগুন ধরিয়ে দেন তাঁরা।

ছবি পোড়ানোর ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আসরে নামেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। হিন্দু সন্ন্যাসীকে অপমানের অভিযোগ তুলে তিনি কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে জানান, আইন মেনে এই কাজের জন্য যুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর পরপরই পুলিশি তৎপরতা বাড়ে এবং অতনু দাস নামে এক কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেপ্তারও করা হয়। এই সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘাতের আবহাওয়া চূড়ান্ত রূপ নেয় রবিবার। এদিকে এই ঘটনার তদন্তে ভবানীপুর থানার তরফে প্রদেশ কংগ্রেসের দুই প্রভাবশালী নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ প্রসাদকে সমন পাঠানো হয়। নির্দেশমতো এদিন তাঁরা থানায় হাজিরা দিতে এলে থানার বাইরে জমায়েত করেন প্রচুর সংখ্যক কংগ্রেস সমর্থক। নেটিজেন ও কর্মীদের মধ্যে এমনিতেই ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল, কারণ ঠিক আগের দিন শনিবার রাতেই প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক রদবদলে প্রদীপ প্রসাদকে দক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে থানা চত্বরে হাজির হতেই ক্ষুব্ধ অনুগামীরা রাজ্য সরকার ও পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে হইহট্টগোল শুরু করেন।

কংগ্রেসের এই বিক্ষোভের খবর পেতেই দ্রুত সেখানে এসে পৌঁছন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরাও। বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানো এবং সন্ন্যাসীকে অপমানের বিরুদ্ধে তাঁরাও পালটা সোচ্চার হন। বিজেপির অভিযোগ, কংগ্রেস বারবার হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানছে। তবে পরিস্থিতির সামাল দিতে বিজেপি শিবিরের এক নেতা সুর চড়িয়ে বলেন, ‘ওরা এর আগে সমগ্র বাঙালি জাতিকে অপমান করেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তো স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে পুজোর সঙ্গে আমিষ খাওয়ার কোনো বিদ্বেষ বা সম্পর্ক নেই। তাও রাজনৈতিক স্বার্থে ওরা একজন সাধুসন্তকে বারবার অপমান করে চলেছে।’

বিজেপির এই পালটা প্রতিবাদের জেরে ভবানীপুর থানার উল্টোদিকে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। দু’পক্ষের মধ্যে তীব্র কথাকাটাকাটি শুরু হয়, যা মুহূর্তেই হাতাহাতি ও মারামারিতে রূপ নেয়। কংগ্রেসের স্পষ্ট দাবি, পুরোটাই তাঁদের নেতাদের ফাঁসানোর উদ্দেশ্যে সাজানো চক্রান্ত। রবিবার দিনভর এই তুলকালাম কাণ্ডে ভবানীপুর এলাকাজুড়ে ব্যাপক যানজট ও আতঙ্ক তৈরি হয়। অবশেষে ভবানীপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ নামিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। আপাতত এলাকা থমথমে থাকলেও এই ধর্ম ও রাজনীতির আঁচে কলকাতার রাজনৈতিক পারদ আরও কয়েকগুণ চড়ে গেল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

সম্পাদকীয়

হুঁশ নেই কারও, সর্বকালের উষ্ণতম অগস্টও দেখে ফেললাম আমরা

পরিবেশবিদদের আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণিত করে ক্রমশ বিপদসীমার দিকে এগোচ্ছে সমুদ্রের জলস্তর। চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার ডব্লুএমও-র রিপোর্ট রীতিমতো কপালে ভাঁজ ফেলেছে। পৃথিবীর উষ্ণতার নিরিখে রেকর্ড গড়েছে ২০২৬-এর অগাস্ট মাস। রিপোর্ট অনুযায়ী, অগাস্টে বাতাসের গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬.৯৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এটি ২০২৩ সালের জুলাই মাসের তুলনায় সামান্য বেশি। ওই মাসে গড় তাপমাত্রা ছিল ১৬.৯৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবারের অগাস্টের আগে পর্যন্ত সর্বোচ্চ উষ্ণতার রেকর্ড ছিল এটাই। সামান্য তাপমাত্রা বেড়েছে। তবে তা এড়িয়ে যাওয়ার মতো নয়। ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর মিডিয়াম রেঞ্জ ওয়েদার ফোরকাস্টের পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে ডব্লুএমও তাদের প্রেস বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে। উষ্ণতা বাড়ার আরও একটি কারণ এল নিনো। প্রশান্ত মহাসাগরে জলের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি হলে এল নিনো পরিস্থিতি তৈরি হয়। এতে বিশ্বের বড়ো অংশ জুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়। কার্বন নির্গমন বৃদ্ধির ফলে বায়ুদূষণ বাড়ছে। ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন হচ্ছে। যে কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। তথ্য বলছে, ১৮৫০-১৯০০ সালের মধ্যে প্রাক শিল্পায়ন পর্বে বিশ্বের তাপমাত্রার মাপকাঠির ভিত্তিতে অগাস্টে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ১.৬৫ ডিগ্রি বেশি ছিল। ১৯৯১-২০০০ সালে বিশ্বের গড় তাপমাত্রার নিরিখে অগাস্টের তাপমাত্রা ০.৮৫ ডিগ্রি বেশি ছিল। ২০২৫ থেকে তাপমাত্রা আরও বাড়ছে। হিমালয় সহ মেরু এলাকা গুলিতে বিভিন্ন পর্বতে হিমবাহ গলছে। যার ফল দেখা গেছে চলতি বছর মে মাসে। ইউরোপে খেল দেখিয়েছে আবহাওয়া। জুলাই-অগাস্ট পর্যন্ত ইউরোপ জুড়ে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। গরমে মৃত্যুও হয়েছে প্রচুর। ডব্লুএমও-র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৩ সালের ইউরোপে উষ্ণতার সব রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে। তাহলে এখন ওপায়, এভাবেই কি বাড়তে থাকবে পৃথিবীর তাপমাত্রা? আর বিপদ ঘনিয়ে আসবে মানুষের? রাষ্ট্রনেতারা কী ভাবছেন?

শব্দছক ২৬৮

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. গঙ্গার উৎস-মুখ ৫. বরখাস্ত ৮. উজ্জ্বল ৯. বজ্র ১২. তাম্বুল ১৩. লজ্জা ১৫. নৌকো পারাপারের মূল্য ১৬. যে খেলায় পান্ডবরা পরাজিত হন ১৭. শস্য ১৮. ক্ষণ ১৯. পুষ্প ২০. আলোক রশ্মি

ওপর-নিচ: ২. সামনাসামনি ৩. ভয় ৪. বাণ ৫. শক্তিশালী ৬. বেলাভূমি ৭. ফিকির ১০. ভারতের পশ্চিম প্রদেশের মরুভূমি ১১. ললাট ১২. জলে জাত ফল ১৩. হজমকারক ফল ১৪. বৃহৎ সর্পের প্রজাতি ১৬. শিবিকা ১৮. যৌতুক

সমাধান ২৬৭ — পাশাপাশি: ১. নবজাত ৫. বরাত ৭. গান ৮. রোগ ৯. খলনায়ক ১১. গর্ব ১২. টক ১৩. কেহ ১৪. ডাক ১৬. অবনমন ১৮. সাল ১৯. কূল ২০. নধর ২১. নয়ছয়

ওপর-নিচ: ১. অবরোধ ২. নত ৩. জারুল ৪. টনক ৬. রাগ ৭. গায়ক ৯. খর্ব ১০. নাটক ১১. গহন ১৩. কেবল ১৪. ডান ১৫. কলরব ১৬. অকূল ১৭. মদীয় ১৮ সাধ ২০. নয়

আজকের দিন

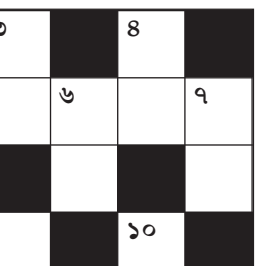

■ **১৯৬০** — ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব এবং ভেনিজুয়েলার যৌথ উদ্যোগে পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলোর সংগঠন (ওপেক) প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৮২** — গ্রেস কেলি স্ট্রোক ও গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ৫২ বছর বয়সে মারা যান।

জন্মদিন

১৯২৩ *আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ রাম জেঠমালানির জন্মদিন।*

১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তথাগত রায়ের জন্মদিন।*

১৯৬৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রবিন সিংয়ের জন্মদিন।*

তথাগত রায়

কুশারীর কুশন অনুমানের নয়, পরবাস অনুভবের

সুবীর পাল

দুই ভূগোলের মাঝখানে এক স্বতন্ত্র সাহিত্যভুবনের গুনী লেখিকা কেতকী কুশারী ডাইসন যাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, প্রবাস জীবন, স্মৃতি ও সৃষ্টির অন্তহীন অভিযাত্রা হয়ে উঠেছে এক আপন ঘরাণার কিংবদন্তী শব্দলোক। কিছু মানুষ দেশান্তরী হোন, কিছু মানুষ ভাষান্তরীও হয়ে ওঠেন। আবার এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা দেশ ও ভাষার সীমানা অতিক্রম করেও নিজের শিকড়কে, নিজের সংস্কৃতিকে হারান না। বরং সাগর পাড়ি দূরত্বকেই পরিণত করেন স্বমহিমার এক অনিবার্য আপন আরশি। কেতকী কুশারী ডাইসন সেই বিরলতম মানুষদের অন্যতম।

মানুষ যে বিচিত্রতার। কেতকীও যে বৈচিত্র্যতার।

আসলে একটি মানুষ একই সঙ্গে বহু মাত্রিক স্থানের হতেই পারে। একজন মানুষ অনায়াসেই কলকাতার স্মৃতি বহণ করে অক্সফোর্ডে থাকতেই পারেন। বাংলা ভাষায় ভাবতে পারেন, ইংরেজি মাধ্যমে লিখতে পারেন। রবীন্দ্রনাথকে আত্মিক পর্যায়ে পুজারীর মননে ভালোবাসতে পারেন এবং তাঁকেই আবার একজন বিদগ্ধ গবেষকের চোখে পরম বিশ্লেষণের দুয়ারে দাঁড়ও করাতে পারেন। নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধারণ করেও অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে সমান মর্যাদায় ভাব বিনিময় করতে পারেন নান্দনিক মার্গে। এটাই যে তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিনম্র অমৃত মন্থন।

কেতকী কুশারী ডাইসনের জীবনকে যদি একটি অসীম রূপকে প্রকাশ করতে হয়, তবে তাঁকে একটি অনন্ত স্রোতস্বিনীর সঙ্গে তুলনা করাটাই সম্মানের। একটি নদী কখনও শুধু তার উৎস হয় নয়, আবার শুধু তার মোহনাও হয় নয়। তার মধ্যে থাকে বহু ভূখণ্ডের সংমিশ্রিত মাটির গন্ধ, বহু মানুষের নম্র স্পর্শ স্মৃতি, বহু ঋতুর বদলে যাওয়া বাতাসি জল এবং বহু তীরের কত শত গল্পকথা।

কেতকীর সাহিত্যও তেমন। তার সহজাত উৎসের উপকরণে আছে কলকাতা, রবীন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষা ও শৈশবের স্মৃতি। তাঁর দীর্ঘ প্রবাহের উদযাপনে আছে অক্সফোর্ড, ইংল্যান্ড, প্রবাস, দ্বিভাষিকতা ও বিশ্বসাহিত্য। আর তার বিস্তৃত মোহনার মোহরসে এসে গ্রন্থিত হয়েছে গবেষণা, অনুবাদ, নারীচিন্তা, ইতিহাস ও মনুষত্বের গভীরতম আত্মপরিচয়ের গূঢ় জ্ঞান-সিন্ধু। তিনি কোনও একটি নির্দিষ্ট তীরের লেখিকা নন। তিনি দুই ঘাটের মাঝ বরাবর প্রবাহিত সেই নদী স্বরূপা লেখিকা যার অতল জলের শিকড় মন্দ্রিত স্মৃতি এবং বহু দূর পৃথিবীর আলোবর্তিকা, একসঙ্গে প্রতিফলিত হয় সদা সর্বদা। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তির উত্তরাধিকার হয়তো এটাই। এটাই যে তাঁর একান্ত লেখ্য নিজস্বতা।

নিজের ভাষাকে ভালোবাসতে হলে পৃথিবী থেকে নিজেকে কখনও বিচ্ছিন্ন করতে হয় না। আর পৃথিবীর নাগরিক হতে হলে নিজের শিকড়কে বিসর্জন দেওয়ারও প্রয়োজন নেই। বরং মানুষ তার শিকড়কে সঙ্গে নিয়েই যত দূর যাবে, তার পৃথিবী তত বিস্তৃত হবে। কেতকী কুশারী ডাইসনের সাহিত্য সেই বড় হয়ে ওঠারই এক দীর্ঘ, গভীর ও দীপ্তিমান দলিল।

দুই ভূগোলের মাঝখানে এক স্বতন্ত্র সাহিত্যভুবনের গুনী লেখিকা কেতকী কুশারী ডাইসন যাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, প্রবাস জীবন, স্মৃতি ও সৃষ্টির অন্তহীন অভিযাত্রা হয়ে উঠেছে এক আপন ঘরাণার কিংবদন্তী শব্দলোক। কিছু মানুষ দেশান্তরী হোন, কিছু মানুষ ভাষান্তরীও হয়ে ওঠেন। আবার এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁরা দেশ ও ভাষার সীমানা অতিক্রম করেও নিজের শিকড়কে, নিজের সংস্কৃতিকে হারান না। বরং সাগর পাড়ি দূরত্বকেই পরিণত করেন স্বমহিমার এক অনিবার্য আপন আরশি। কেতকী কুশারী ডাইসন সেই বিরলতম মানুষদের অন্যতম।

তাঁকে শুধু কবি বললে তাঁর পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক, অনুবাদক ও সাহিত্য সমালোচক। কিন্তু এই বহুস্বরিক পরিচয়ের মধ্যেও তাঁর সবচেয়ে বড় আপনত্ব সম্ভবত অন্যখানে নিহিত রয়েছে। তিনি দুটো ভাষা, বাংলা ও ইংরেজি, দুটো দেশ ভারত ও ব্রিটেন, দুটো মাদকতা স্বদেশ ও প্রবাস, দুটো সৃষ্টি সৃজন ও গবেষণার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের জন্য নির্মাণ করেছেন এক তৃতীয় সাহিত্য-ভূগোল।

সেই ভূগোলের কোনও নির্দিষ্ট দিগন্ত নেই। তার একদিকে কলকাতা, অন্যদিকে অক্সফোর্ড, একদিকে রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য, একদিকে মাতৃভাষার স্মৃতি, অন্যদিকে প্রবাস জীবনের প্রতিদিনের বাস্তবতা। আর এই ব্যপ্তিহীন মহাবৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন একজন লেখিকা কেন্দ্র বিন্দু হয়ে। যে বিন্দুর অনুররণে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে ক্রমাগত নিজেকেই নতুন করে আবিষ্কার করছেন নব নব অনুভবে।

১৯৪০ সালের ২৬ জুন কলকাতায় জন্ম কেতকী কুশারী ডাইসনের। তাঁর বেড়ে ওঠার সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল পুরোদস্তুর সাহিত্যনির্ভর। পরিবারের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে পারিবারিক যোগাযোগ তাঁর শৈশবের মানস জগতকে প্রভাবিত করেছিল হরগৌরী আলিঙ্গনে। সাহিত্য জগতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি ছোটবেলা থেকেই সংপৃক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শৈশবের অন্যতম প্রধান সাহিত্যিক আকর্ষণ। মাত্র চার বছর বয়সেই কবিতা লেখার শুরু! ভাবা যায়? এই তথ্যটি তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রাথমিক প্রবণতার একটি চমৎকার ইঙ্গিত বহন করে। জানিয়ে দিয়েছিল, আমি আসছি একটি আগামীর বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল শুকতারা রূপে। সেই শিশুমনে যে শব্দের ব্রহ্ম বীজ রোপিত হয়েছিল, পরবর্তী জীবনে তা আর কেবল কবিতার মহীরুহে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তার পার্শ্বছায়া ছড়িয়ে পড়েছে একটি মনিমালার নানা মানিক্যের অনুকরণে উপন্যাসে, গবেষণায়, অনুবাদে, নাটকে, আত্মজৈবনিক লেখায় এবং সংস্কৃতি নিয়ে তাঁর দীর্ঘ চিন্তাচর্চায়। তাঁর ক্ষেত্রে সাহিত্য সাধনা ছিল কোনও একদিন হঠাৎ বেছে নেওয়া পেশা নয় বরং শৈশব থেকেই জীবনযাপনের একটি অন্তর্গত প্রবাহ তিনি বহন করে চলেছিলেন অন্তিম নিঃশাসের সহযাত্রার অফুরাণ অভিযানে।

উচ্চশিক্ষার পথ তাঁকে নিয়ে যায় অক্সফোর্ডে। সেখানে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা তাঁর সামনে খুলে দেয় এক বিস্তৃত আন্তর্জাতিক সাহিত্যজগৎ। কিন্তু পশ্চিমী শিক্ষার এই অভিজ্ঞতা তাঁকে নিজের ভাষা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেনি। উল্টে নিজের সংস্কৃতিকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছে বারেবারে।

একজন কবির গবেষণার বিষয়টি যেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যিক চরিত্রেরই পূর্বাভাস দেয়। তিনি কেবল অনুভূতির লেখক নন তিনি অনুসন্ধিৎসু। তিনি শুধু সৌন্দর্য দেখেন না, তার পেছনের ইতিহাসও খুঁজে দেখেন। কেবল মানুষের গল্প বলেন না, সেই মানুষ কিভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়, সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে তৈরি হয়, সেটিও অনুসন্ধান করেন। এই জায়গা থেকেই তাঁর সাহিত্যিক সত্ত্বা ক্রমশ বহুমাত্রিক হয়ে উঠতে পেরেছে। জীবনের দীর্ঘ সময় ইংল্যান্ডে কাটালেও কেতকী কুশারী ডাইসনের সাহিত্য থেকে বাংলার আত্মীয়তা কখনও দূরে সরে যায়নি। বরং প্রবাস তাঁর লেখায় একটি নতুন প্রশ্ন তৈরি করেছিল। 'আমি কে, যখন আমার চারপাশের পৃথিবী আমার জন্মভূমি নয়?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেছেন স্মৃতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ঘর, নারী, সম্পর্ক ও পরিচয়ের বহুস্তরীয় মনুষ্যত্ব মানদণ্ড।

আজকের দিনে ডায়াসপোরা লিটারেচার বা প্রবাসী সাহিত্য একটি সুপরিচিত আলোচনার বিষয়। কিন্তু কেতকী যখন প্রবাসী বাঙালির জীবন নিয়ে লিখতে শুরু করেন তখন এই অভিজ্ঞতা বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় এতোটা স্বীকৃত ও আলোচিত ছিল না। সেই অর্থে তাঁর রচিত 'নোটন নোটন পায়রাগুলি' আকস্মিক একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক মাইলফলক হিসেবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে পাঠক সমাজে।

কেতকী কুশারী ডাইসনের সাহিত্যিক পরিচয়ের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর দ্বিভাষিকতা। তিনি বাংলায় যেমন লিখেছেন দক্ষতার বিচ্ছুরণে, তেমন ইংরেজিতেও লিখেছেন সক্ষমতার সম প্রতিবিম্বে। কিন্তু তাঁর দ্বিভাষিকতা কেবল দুটি ভাষায় লেখার সাবলীলতা নয়। এর মধ্যে রয়ে গেছে দুটি সংস্কৃতির সঙ্গে একই সঙ্গে বসবাস করার এক জটিল ও সৃজনশীল অভিনব অভিজ্ঞতা। তিনি বাংলা ভাষাকে সঙ্গে নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যভুবনে প্রবেশ করেছেন আবার ইংরেজি জগতের অভিজ্ঞতাকে বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এনেছেন। এ যেন একই ক্যানভাসে যামিনী রায়ের তুলির টানের সঙ্গে ভ্যান গগের অনন্ত রঙপোচের এক জাগতিক সংমিশ্রণের পারফেক্ট প্রতিচ্ছবির প্রকৃষ্ট তুলনা। এখানে তিনি অনুবাদকও যেমন তেমন আবার ভাষ্য-সেতুও। একটি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় যাওয়ার পথে তিনি শুধু শব্দ বহন করেননি, চয়ন করেছেন সংস্কৃতি, অনুভব, ইতিহাস ও স্মৃতি'র সম্মিলিত নিপুন সাতনরী হার। তাই তাঁর রচিত সাহিত্য পড়লে মনে হয়, দুটি ভাষা যেন তাঁর কাছে দুটি আলাদা ঘর নয়। বরং একই বাড়ির দুটি জানালা। একটি দিয়ে কলকাতাকে দেখা যায়, অন্যটি দিয়ে অক্সফোর্ড প্রান্তর। কেতকী কুশারী ডাইসনের সাহিত্যজীবনে রবীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘস্থায়ী উপস্থিতি। কিন্তু তাঁর রবীন্দ্রচর্চা নিছক ভক্তির নয়। তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছেন, অনুসন্ধান করেছেন, নতুন প্রেক্ষাপটে পাঠ করেছেন বিভিন্ন প্রাঙ্গনে। রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সম্পর্ক নিয়ে তাঁর গবেষণা এর উজ্জ্বল উদাহরণ। 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে' গ্রন্থে তিনি এই সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা অনুসন্ধান করেছেন। এখানে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পাশাপাশি এসেছে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সময় ও দুই ভিন্ন সভ্যতার মানুষের পারস্পরিক আকর্ষণ ও সংলাপ। কালচারাল বোঝাপড়া। পরে এই বিষয় নিয়ে তাঁর ইংরেজি গ্রন্থ 'In Your Blossoming Flower-Garden Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo' প্রকাশিত হয়।

এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে শুধু বাঙালির কবি হিসেবে দেখেননি, তাঁকে বিশ্বসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগবিন্দু হিসেবে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের দর্পনের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে আরও বিস্তৃত করেছেন নিজস্ব শিল্পচেতনার শিশির ছোঁয়া আন্তঃবিষয়ক প্রতিফলনে। এখানে তাই কেতকীর গবেষণাও স্বাতন্ত্র্য। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বপাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যে দীর্ঘতর ইতিহাস, সেখানে কেতকী কুশারী ডাইসনের অবদান নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর বহণ করে।

নারী ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে কেতকীর লেখায় নারী কেবল চরিত্র নয়, নারী একটি স্বতন্ত্র চিন্তারও আধার। নারীর ব্যক্তিসত্তা, সম্পর্ক, সামাজিক প্রত্যাশা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং নিজের জীবনকে নিজের মতো করে বোঝার আকাঙ্ক্ষা তাঁর লেখায় নানা রূপে ফিরে এসেছে। 'নারী, নগরী' তাঁর আত্মজৈবনিক রচনাগুলোর মধ্যে এক অনবদ্য সৃষ্টিকার্য। এখানে ব্যক্তিগত স্মৃতি কখনও শুধু ব্যক্তিগত থাকে না, তা হয়ে ওঠে একটি সময়, একটি সমাজ ও একটি নারীর বেড়ে ওঠার জীবন্ত ইস্তেহার।

তাঁর নারী চিন্তার বিশেষত্ব হলো তিনি নারীর স্বাধীনতাকে কেবল সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি নারীর অভ্যন্তরীণ জগৎ, বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা, আকাঙ্ক্ষা এবং নিজের পরিচয় নির্মাণের অধিকারকেও গুরুত্ব দিয়েছেন সমান দৃষ্টিকোণে। এই কারণেই তাঁর নারীচিন্তা আজও প্রাসঙ্গিক। কেতকী কুশারী ডাইসনের সাহিত্যভুবন বিস্তৃত এবং বিচিত্র চিরকালের নিরিখে, চিরন্তনের সাহিত্যরসে।

বাংলা কবিতায় 'কথা বলতে দাও', 'সজীব পৃথিবী', 'জলের করিডর ধরে', 'জাদুকর প্রেম, জাদুকর মৃত্যু' কিংবা 'দোলনচাঁপায় ফুল ফুটেছে' প্রমুখ কবিতার বইগুলো তাঁর কবিসত্তার ভিন্ন ভিন্ন পর্বকে উন্মুক্ত করেছে সার্থক ভাবে। ইংরেজি কবিতাতেও তাঁর মুন্সিয়ানার উপস্থিতি সমান গুরুত্বপূর্ণ। '(খদ্ম-ন্দ্রদ্রদ্রত্ম', 'Spaces I Inhabitó– òMemories of Argentina and Other Poems', 'In That Sense You Touched It' তাঁর ইংরেজি কবিতার বিস্তৃত পরিসরকেই পৃথক ভাবে নির্দেশ করে। উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক লেখা ও গবেষণাগ্রন্থ মিলিয়ে তাঁর সৃষ্টির পরিমাণ যেমন সুদূরপ্রসারী আন্তনাক্ষত্রিক, তার চেয়েও বড় হলো তাঁর বিষয়গত বৈচিত্র্যের চক্রবাকে বহুত্বের মধ্যে একাত্মের অন্তঃস্থল। তিনি একই সঙ্গে যে সমানভাবে ব্যক্তিগত এবং ঐতিহাসিক, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক, কবি এবং সাহিত্যিক, স্মৃতিময় এবং বিশ্লেষণাত্মক। আসলে একজন মানুষ যখন জন্মভূমি থেকে বহু দূরে চলে যান, তখন তাঁর সামনে দুটি পথ থাকে খোলা। তিনি হয়তো ধীরে ধীরে নিজের শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন। অথবা, নিজের শিকড়কে সঙ্গে নিয়ে নতুন মাটিতে নতুন বৃক্ষের জন্ম দেওয়ার সাহস দেখাতে পারেন। কেতকী দ্বিতীয় সরণিটিই আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডে বসবাস করেছেন ঠিকই কিন্তু বাংলার 'মম চিত্তে' তাঁকে ছেড়ে যেতে পারেনি কখনই। তিনি বুকে ও মুখে চিন্তায় আগলে রেখেছিলেন সাধন ভাষার অঞ্জলি করজোড়ে। কেতকী কুশারী ডাইসন তাই নিজেই আজ বাংলা সাহিত্যের অবিনশ্বর ধ্রুবতারা। যাঁর কৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য অনুভব করা যায় কিন্তু মাপা যায় না।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

যে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়ে এনে আপনাকে বলে উৎসাহিত করে, আনন্দ দেয়, সে আর যাই হোক শত্রু নয়। আর যে নিন্দা কুৎসা কুড়িয়ে এনে কাছে এসে রসিয়ে রসিয়ে বলে, সে নিশ্চিত আপনার শত্রু। মনে মনে সে আপনাকে সহ্য করতে পারে না।

কোট-আনকোট

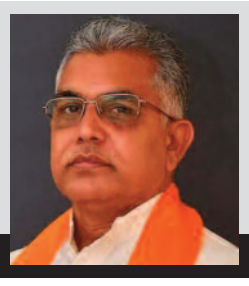

যাঁরা বিধিবদ্ধ ভাবে সরকারের অনুমতি নিয়ে মাদ্রাসা চালাচ্ছেন, সেই মাদ্রাসাগুলি চলবে। কিন্তু যেখানে-সেখানে মাদ্রাসা খুলে উৎপাত করার অনুমতি সরকার দেবে না।

দিলীপ ঘোষ, পঞ্চায়েতমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই **Unicode**-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

দেশবিরোধী শিক্ষা দেওয়া হয় এমন সব মাদ্রাসা বন্ধ করা হবে: অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: 'খারিজি মাদ্রাসা থেকে দেশবিরোধী শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদেরকে শেখানো হয় ভারত মা-মা নয়। এইরকম সমস্ত মাদ্রাসার অনুমোদন বাতিল করা হবে।' রবিবার বার্নপুরে এক অনুষ্ঠানে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শতাধিক মাদ্রাসার অনুমোদন বাতিল প্রসঙ্গে বললেন রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন এই সমস্ত মাদ্রাসায় সাহাদ আলির মত বাংলাদেশ থেকে আসা উগ্রপন্থীরা পশ্চিমবঙ্গে এসে তিন তিনবার ভোট দিয়ে গেছে। বিগত দিনে ভোট ব্যাংকের জন্য এই সমস্ত উগ্রপন্থীদের আশ্রয় দেওয়া মাদ্রাসাগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এমনকি বেশকিছু মাদ্রাসায়

শিশুদের ভারত বিরোধী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। যা কখনোই বরদাস্ত করা হবে না। অগ্নিমিত্রা পল বলেন, হিন্দুদের সন্তানরা যেমন আমাদের সন্তান তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের সন্তানের আমাদের সন্তান। কেন তাদের অন্য ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অনুমোদিত স্কুলেই পঠন-পাঠন করতে হবে। একটা হিন্দু ঘরের সন্তান সরকার অনুমোদিত যে স্কুলে পটন পাঠন করছে, অন্য সম্প্রদায়ের সন্তানদেরও সেই স্কুলেই পড়াশোনা করতে হবে। তিনি বলেন, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের অনুমোদিত শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আনা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এদিন অগ্নিমিত্রা পল বার্নপুর এলাকায় একাধিক গনেশ পুজোর উদ্বোধন করেন। অগ্নিমিত্রা পল গণেশ পুজো উপলক্ষে বলেন, 'সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মা শিল্পাঞ্চল বাসিকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবেন। কারণ, বিগত সরকারের আমলে একের পর এক শিল্প ও কারখানা বন্ধ হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দিশা দেখাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বহু শিল্পপতি এরাজ্যে বিনিয়োগ শুরু করেছে। তাই আর পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে কাজ করতে যেতে হবে না। এই সরকারের লক্ষ্য যে এলাকায় শিল্প হবে সেই এলাকার স্থানীয়দের কর্মসংস্থান করা হবে।'

বাগডোগরা রেঞ্জের জঙ্গলে ঘুরছে ১০০টিরও বেশি হাতি

সাবধান করল বন বিভাগ

সোমা মুখোপাধ্যায়

বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের এলাকাটিতে হাতিদের ঘন ঘন যাতায়াত এবং হাতিদের আক্রমণের জন্য ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বন বিভাগের কর্মীরা বনাঞ্চল-সংলগ্ন গ্রাম ও বসতির বাসিন্দাদের বনের রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যায় প্রাতঃভ্রমণ বা সান্ধ্যভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে এবং সূর্যাস্তের পর বনের প্রান্তঘেঁষা পথগুলো ব্যবহার না করার পরামর্শ দিয়েছেন। বাসিন্দাদের সতর্ক করতে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমও ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং এর পাশাপাশি একটি জনসাধারণের জন্য হেল্পলাইনও চালু করা হয়েছে। কার্শিয়াং বন বিভাগের একজন বন কর্মকর্তা বলেন, 'বাগডোগরা রেঞ্জের জঙ্গলে ১০০টিরও বেশি হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেহেতু এখন ধান কাটার মৌসুম, তাই হাতিগুলো বনভূমির মধ্যে দিয়ে যাতায়াতের সময় এই অঞ্চলে জড়ো হয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমরা বনাঞ্চলের গ্রামবাসী ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের অনুরোধ জানিয়েছি যেন তারা বনের কাছাকাছি রাস্তায় সকাল ও সন্ধ্যার সময় হাঁটাহাঁটি না করেন। এছাড়া, হাতির মুখোমুখি হওয়ার ঝুঁকি এড়াতে সূর্যাস্তের পর বনের মধ্য দিয়ে যাওয়া পথগুলো এড়িয়ে চলার জন্যও আমরা মানুষকে পরামর্শ দিয়েছি।' বন কর্মকর্তা আরও বলেন কার্শিয়াং বন বিভাগের আওতাধীন দার্জিলিং জেলার পাদদেশীয় অঞ্চলগুলো হাতির উপদ্রবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোর অন্যতম। বনকর্মীরা কেস্টপুর, লোহাসিংহ, তিরিহান্না এবং পানিঘাটাগামী রাস্তাগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যেখানে সাধারণ মানুষকে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। বামনপোখরি থেকে বালাসন নদীর তলদেশ হয়ে বাগডোগরা বনাঞ্চল পর্যন্ত হাতির পালের যাতায়াত রয়েছে। যেহেতু হাতিরা প্রায়শই সূর্যাস্তের পর চলাফেরা শুরু করে তাই বন কর্মীরা মাইকিং বা প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে এই পথগুলো এড়িয়ে চলার জন্য সতর্ক করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বলা হয়েছে, হাতি দেখতে পেলে যেন তারা অবিলম্বে বন বিভাগকে জানান। এ জন্য একটি বিশেষ কন্ট্রোল রুমের নম্বর (০৩৫৩-২৫৫০৪৫৩) চালু রাখা হয়েছে। শিলিগুড়ি করিডোর এলাকায় পরিকাঠামোগত উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এই অঞ্চলে হাতিদের আগমন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও সড়ক মন্ত্রক সম্প্রতি ৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি চার-লেনের মহাসড়ক নির্মাণের জন্য ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, এই সড়কটি জাতীয় সড়ক ২৭-এর একটি অংশের সমান্তরালে নির্মিত হবে। এই অঞ্চলে হাতিদের ঘন ঘন চলাচলের বিষয়টি মাথায় রেখে সড়ক প্রকল্পটিতে তিনটি বড় সেতু ও একটি রোড ওভারব্রিজের পাশাপাশি পাঁচটি এলিফ্যান্ট আন্ডারপাস' (হাতিদের যাতায়াতের জন্য মাটির নিচ দিয়ে তৈরি পথ) রাখার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। কার্শিয়াং-এর ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার (ডিএফও) দেবেশ পাণ্ডে জানিয়েছেন, হাতিদের চলাফেরা এবং বাসিন্দাদের সুরক্ষাবিধি মেনে চলার বিষয়ে বন বিভাগ তাদের সচেতনতামূলক প্রচার চালিয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, মানুষকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা হাতিদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন এবং তাদের খুব কাছে না যান।

কোতুলপুরে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুরে ভিন্ন দুটি ঘটনায় মৃত্যু হল দুইজনের। বাজ পড়ে বাঁকুড়ায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের।পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম তপন কারি। অন্যদিকে দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। পুলিশ জানিয়েছে মৃতার নাম অপর্ণা মাঝি। দুটি ঘটনাই ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানা এলাকায়। জানা গেছে গতকাল বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার পাহাড়পুর গ্রাম লাগোয়া একটি মাঠে নাতিকে সঙ্গে নিয়ে জমির ধান দেখতে যান পাহাড়পুর গ্রামের বাসিন্দা তপন কারি। সেই সময় ঝেঁপে বৃষ্টি নামলে নাতিকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন তপন কারি। পরে স্থানীয়ভাবে পরিবারের লোকজন জানতে পারেন জমিতে অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ৫৬ বছর বয়সি তপন কারি। তড়িঘড়ি পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে চিকিৎসকদের দাবি বজ্রপাতে ওই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে গতকাল গ্রাম লাগোয়া দ্বারকেশ্বর নদে স্নান করতে গিয়ে জলের তোড়ে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয় কোতুলপুর ব্লকের বৈডাঙা গ্রামের গৃহবধূ অপর্ণা মাঝির। অন্যান্য দিনের মতোই দ্বারকেশ্বর নদের বৈডাঙা ঘাটে স্নান করতে গিয়ে বছর ৩৫ বয়সি ওই গৃহবধূ বাড়িতে ফিরে না আসায় সন্দেহ হয়। পরে পরিবারের লোকজন দ্বারকেশ্বর নদের বৈডাঙ্গা ঘাটে তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। কোতুলপুর থানার পুলিশ দু'টি মৃতদেহ উদ্ধার করেছে।

টেকনিশিয়ান থেকে হঠাৎ এমবিবিএস ডাক্তার!

রাজ্যে পাঁচ ভুয়ো চিকিৎসকের হদিস, সরকারি চিকিৎসাতেও যুক্ত তিনজন

নিজস্ব প্রতিচবেদন, পূর্ব বর্ধমান: টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করার পরই বদলে গেল পরিচয়! রাতারাতি হয়ে গেলেন এমবিবিএস ডাক্তার! রাজ্যে এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে তোলপাড় চিকিৎসক মহলে। অভিযোগ, ইতিমধ্যেই পাঁচজন ভুয়ো চিকিৎসকের হদিস মিলেছে। আর তাঁদের মধ্যে তিনজন সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গেও যুক্ত বলে দাবি করা হয়েছে।

বাকি দু'জন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারি ক্ষেত্রে চিকিৎসা করছেন বলে অভিযোগ। ভুয়ো শংসাপত্র দেখিয়ে কীভাবে চিকিৎসার লাইসেন্স মিলল, উঠছে সেই প্রশ্নও। টেকনিশিয়ান থেকে চিকিৎসক! আর সেই চিকিৎসক পরিচয়েই দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা করার অভিযোগ। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট হসপিটাল অ্যান্ড নার্সিংহোম, অর্থাৎ

এপিএইচএন। সংগঠনের সম্পাদক চিকিৎসক রাজীব পাণ্ডের দাবি, বিহার মেডিক্যাল কাউন্সিলের ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করে তিনজন পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কাউন্সিল থেকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করেছিলেন। এরপর সেই রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে চিকিৎসার লাইসেন্সও নিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চিকিৎসক মহলে শুরু হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। অভিযোগের তালিকায় থাকা একজন পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রায় ২৫ থেকে ২৬টি নার্সিংহোমে নিয়মিত অস্ত্রোপচার করতেন বলে দাবি করা হয়েছে। অন্য একজন উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে একটি নার্সিংহোম পরিচালনার পাশাপাশি কলকাতার উপকণ্ঠ নিউ টাউনে একটি ডার্মা ক্লিনিকও চালাতেন বলে অভিযোগ। একই ব্যক্তি কীভাবে গাইনি এবং ডার্মাটোলজি দুই ভিন্ন ক্ষেত্রে চিকিৎসা করছিলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসকদের একাংশ। এখানেই শেষ নয়। এপিএইচএন-এর দাবি, অভিযুক্ত ওই দুই চিকিৎসক স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। পাশাপাশি আরও তিনজন ভুয়ো চিকিৎসক সরকারি চাকরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলেও দাবি সংগঠনের। প্রশ্ন উঠছে, ভুয়ো শংসাপত্র ব্যবহার করে যদি সত্যিই মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোথায় ছিল গলদ? কীভাবে তাঁরা এতদিন ধরে চিকিৎসা করলেন? আর সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠা তিনজনের ক্ষেত্রেই বা কীভাবে এই ঘটনা ঘটল? ইতিমধ্যেই বিষয়টি স্বাস্থ্য দফতরের নজরে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এপিএইচএন-এর সম্পাদক রাজীব পাণ্ডে। অভিযুক্তদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেডিক্যাল ডিগ্রি এবং রেজিস্ট্রেশনের বৈধতা দ্রুত যাচাই করা প্রয়োজন বলেই মনে করছেন চিকিৎসকদের একাংশ।

আধার বিভ্রাটে ১৪ বছর সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: আধার কার্ডে বয়স ১০৬ বছর, অথচ দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছেন। আধার কার্ডে জন্ম সাল ১৯২০ উল্লেখ থাকায় সরকারি নথিতে কার্যত প্রবীণ নাগরিকেরও বেশি বয়স

তাঁর। এই বয়সের গরমিলের জেরে দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত চন্দ্রকোনার এক গৃহবধূ। সমস্যা সমাধানের আশায় প্রশাসনের এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি ও তাঁর স্বামী। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা-১ ব্লকের মনোহরপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডিঙাল গ্রামের। কৃষ্ণা পাল নামে ওই মহিলার দাবি, বাস্তবে তাঁর বয়স প্রায় ৩৫ বছর। কিন্তু আধার কার্ডে জন্মতারিখ হিসেবে ১৯২০ সাল নথিভুক্ত রয়েছে। ফলে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও সুযোগ-সুবিধার জন্য আবেদন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁকে।কৃষ্ণাদেবীর স্বামী অষ্টম পাল পেশায় সাইকেল মেরামতির মিস্ত্রি। তাঁর অভিযোগ, গত প্রায় ১৪ বছর ধরে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের আধার সেন্টার, ব্লক অফিস, মহকুমা অফিসে ঘুরেছেন। এমনকি খড়গপুরের একটি আধার সেন্টারেও গিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এতদিনেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। খাদ্য দপ্তরের নথিতেও কৃষ্ণাদেবীর বয়স নিয়ে অস্বাভাবিক তথ্য রয়েছে বলে পরিবারের দাবি। এরফলে সরকারি পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে একের পর এক সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে তাঁদের। শনিবার মনোহরপুরে বিষয়টি চন্দ্রকোনা বিধানসভার বিধায়ক সুকান্ত দোলুইকে জানান ওই দম্পতি। তাঁদের সমস্ত কথা শোনার পর সমস্যাটি দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন বিধায়ক। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে প্রশাসনের দরজায় দরজায় ঘোরার পর এবার নতুন সরকারের আমলে সমস্যার সমাধান হবে এই আশাতেই বুক বাঁধছেন কৃষ্ণা পাল ও তাঁর স্বামী অষ্টম পাল।

অরুণাভ চক্রবর্তীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর বর্ধমান শাখা বর্ধমান সাহিত্য পরিষদ প্রয়াত প্রধান শিক্ষক, বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার, সাহিত্য জগতের রত্ন অরুনাভ চক্রবর্তীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হলো স্মৃতি চারণা, গান ও কবিতার মধ্যে দিয়ে, প্রতিকৃতি তে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়, স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক কাশী নাথ গাঙ্গুলী, এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশ নেন মণিদীপা মজুমদার, কবি, নাট্যকার ড. দেবেশ ঠাকুর, শিক্ষক সঞ্জীব চক্রবর্তী, রিতা ঘোষ, ফজরুল হক, সুব্রত রায়, স্বরূপ মুখার্জি, নিতাই মুখার্জি, আনোয়ার আলী, শিক্ষক মানব সরকার, কল্পনা রায় সহ অন্যান্যরা। অরুণাভ বাবুর পরিবারের পক্ষে হাজির ছিলেন ছোট পুত্র ও দিদি, তাঁদের হাতে শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বারক তুলে দেন সম্পাদক কাশী নাথ গাঙ্গুলী।

জাতীয় গণিত প্রতিযোগিতার 'সিটি রাউন্ড' বালুরঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বালুরঘাটের ঐতিহ্যবাহী ললিত মোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো জাতীয় স্তরের গণিত প্রতিযোগিতা 'ন্যাশনাল ম্যাথ কম্পিটিশন'-এর প্রথম পর্ব অর্থাৎ 'সিটি রাউন্ড'। 'মাইন্ড মন্ত্র অ্যাবাকাস'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বালুরঘাট শহর ও সংলগ্ন এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২,০০০ ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে সফল দেড় হাজারেরও বেশি পড়ুয়াকে বিশেষ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। কৃতী পরীক্ষার্থীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্র ও মেডেল। আয়োজক সংস্থার অন্যতম প্রতিনিধি পিন্টু গুপ্ত জানান, মূলত প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের গণিতচর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি এবং তাদের মেধার সার্বিক বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যেই রাজ্য তথা দেশজুড়ে এই ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বালুরঘাটে ছোট ছোট পড়ুয়াদের এই বিপুল সাড়া পাওয়ায় আশার আলো দেখছেন আয়োজকরা। উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম পর্বে উত্তীর্ণ হওয়া পড়ুয়ারা পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্ব বা 'সেকেণ্ড রাউন্ড'-এ

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবে। পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে এই দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে বালুরঘাটকেই নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে সফল প্রতিযোগীরা সরাসরি জাতীয় পর্যায়ের মূল প্রতিযোগিতা অর্থাৎ 'ন্যাশনাল রাউন্ড'-এ অংশ নিতে পারবে। আয়োজক সংস্থার দাবি, কলকাতাভিত্তিক এই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার অধীনে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে ৪০০-রও বেশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। পুরো প্রতিযোগিতা জুড়ে রাজ্যজুড়ে ১ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বালুরঘাটের তরুণ প্রজন্মের গণিতচর্চায় এমন বিপুল অংশগ্রহণ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত স্থানীয় অভিভাবক ও শিক্ষক সমাজ।

IndusInd Bank | রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশ দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশের সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(দের)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ফিজিক্যাল দখল ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর **মেসার্স সন্দীপ উদ্যোগ অ্যান্ড এজেন্সিস (ঋণগ্রহীতা), শ্রীমতী জ্ঞানী দেবী মিত্তল (প্রোপ্রাইটর/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা), শ্রী সুনীল কুমার মিত্তল (গ্যারান্টার) এবং শ্রী দীপক কুমার মিত্তল (গ্যারান্টার)**-এর কাছ থেকে **৩১-০৭-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ১,৬১,৮৪,৭৫৩.৮২/- টাকা (এক কোটি একষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার সাতশো তিপ্পান্ন টাকা এবং বিরাশি পয়সা) এবং এর সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ আদায়ের জন্য** নীচে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", এবং "যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ নীচে উল্লেখ করা হলো।

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	জানা দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে হাওড়া জেলায়, থানা- গোলাবাড়ি-এর অধীনে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ৮৯, সালকিয়া স্কুল রোডে (দলিল অনুযায়ী) অবস্থিত প্রায় ১৩ কাঠা পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ভবনের ২য় ফ্লোরে প্রায় ১৪০০ বর্গফুট (কভার্ড এরিয়া) পরিমাপের এফ এবং এইচ নম্বরযুক্ত ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। ***সম্পত্তির বিশদ বিবরণ/বর্ণনা শ্রীমতী জ্ঞানী দেবী মিত্তলের নামে থাকা ২১-১১-১৯৮৮ তারিখের নিবন্ধিত দলিল নং ৩৪৯২-এ আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।	ব্যাঙ্কের জানা নেই	৬৯,৩০,০০০/- টাকা (উনসত্তর লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা)	৬,৯৩,০০০/- টাকা (ছয় লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা)

ই-অকশনের তারিখ ও সময়	২৭-১০-২০২৬ (সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনলাইন অকশন ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইনে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬-১০-২০২৬ (বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত)
ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	শুধুমাত্র ৫০,০০০/- টাকা
ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	২৮-০৯-২০২৬ (বিকাল ০৩.৩০ টা থেকে বিকাল ০৪.৩০ টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগের বিবরণ	মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, ইমেইল rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.indusind.bank.in বা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.bankeauctions.com-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফায়েশি অ্যাক্টের বিধান/রুলস-এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-কে এতদ্বারা এই বিক্রয় নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত হিসাবে তাঁদের দায় সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলার এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধক পুনরুদ্ধার করার একটি সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এটি করতে ব্যর্থ হলে উপরে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ১৪.০৯.২০২৬
স্থান : হাওড়া
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

IndusInd Bank | রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশ দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশের সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(দের)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ফিজিক্যাল দখল ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর **মেসার্স শিবা সঞ্চার (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা), শ্রী মনীশ ধানুকা (ডিরেক্টর/গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী উমা ধানুকা (ডিরেক্টর/গ্যারান্টার)-এর কাছ থেকে ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ২,৯০,০৪,২৯৯.৯৫/- টাকা (দুই কোটি নব্বই লক্ষ চার হাজার দুইশো নিরানব্বই টাকা এবং পঁচানব্বই পয়সা) এবং এর সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ আদায়ের জন্য নীচে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", এবং "যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ নীচে উল্লেখ করা হলো।

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	জানা দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে ৩১ নং ওয়ার্ডের অধীনে হাওড়া জেলায়, থানা- হাওড়া-এর অধীনে মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস নং ১১এ, বন বিহারী বোস রোডে অবস্থিত প্রায় ০৪ কাঠা, ০৮ ছটাক এবং ৫৪ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ৪ তলা ভবনের ১ম ফ্লোরে প্রায় ৭০২ বর্গফুট (সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া) পরিমাপের ১/৩ নম্বরযুক্ত ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, পিন-৭১১১০১। *** সম্পত্তির বিশদ বিবরণ/বর্ণনা ২৭-০৯-২০১৪ তারিখের নিবন্ধিত কনভেয়েন্স ডিডে আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা শ্রী মনীশ ধানুকা এবং শ্রী মদনলাল ধানুকার নামে ২০১৫ সালের জন্য ০২৪২৯ নম্বর হিসেবে এডিএসআর হাওড়ার অফিসে নিবন্ধিত হয়েছিল। পরবর্তীতে, ১৮-০৯-২০১৯ তারিখের নিবন্ধিত উপহার দলিলের বলে মনীশ ধানুকা উক্ত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ মালিক হন, যা এডিএসআর হাওড়ার অফিসে ২০১৯ সালের জন্য ০৫০২০৭৫৯৬ নম্বর হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছিল।	ব্যাঙ্কের জানা নেই	২৭,৩৪,০০০/- টাকা (সাতাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা)	২,৭৩,৪০০/- টাকা (দুই লক্ষ তিয়াত্তর হাজার চারশো টাকা)

ই-অকশনের তারিখ ও সময়	২৭-১০-২০২৬ (দুপুর ০১.৩০ টা থেকে দুপুর ০২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনলাইন অকশন ওয়েবসাইট	https://www.bankeauctions.com
অনলাইনে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬-১০-২০২৬ (বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত)
ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	শুধুমাত্র ৫০,০০০/- টাকা
ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	২৮-০৯-২০২৬ (দুপুর ০১.৩০ টা থেকে দুপুর ০২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগের বিবরণ	মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, ইমেইল rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.indusind.bank.in বা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.bankeauctions.com-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফায়েশি অ্যাক্টের বিধান/রুলস-এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-কে এতদ্বারা এই বিক্রয় নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত হিসাবে তাঁদের দায় সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলার এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধক পুনরুদ্ধার করার একটি সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এটি করতে ব্যর্থ হলে উপরে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ১৪.০৯.২০২৬
স্থান : হাওড়া
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

IndusInd Bank | রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪-এ
[রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশ দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর শর্তাংশের সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টার(দের)-কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ফিজিক্যাল দখল ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর **মেসার্স শ' ট্রেডিং, শ্রী নীরজ শ' (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা), শ্রী সুদর্শন শ' (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী মঞ্জু দেবী (যিনি শ্রীমতী মঞ্জু দেবী শ' নামেও পরিচিত) (গ্যারান্টার/বন্ধকদাতা)-এর কাছ থেকে ৩১-০৭-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৮২,৪০,৮২০.০০/- টাকা (বিরাশি লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশো কুড়ি টাকা) এবং এর সাথে ০১.০৮.২০২৬ তারিখ থেকে চুক্তিবদ্ধ হারে অতিরিক্ত সুদ আদায়ের জন্য নীচে উল্লিখিত নির্দিষ্ট তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে", এবং "যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ নীচে উল্লেখ করা হলো।

সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	জানা দায়বদ্ধতা	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের হোল্ডিং নং ৩৪+৩৫+৩৬, কালুপাড়া লেন, সালকিয়া, থানা - মালীপাঁচঘড়া, জেলা - হাওড়া, পিন কোড - ৭১১১০৬, যা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪ নং ওয়ার্ডের অধীনে মৌজা - মালীপাঁচঘড়া, জে.এল. নং ১, খতিয়ান নং ৪১৬-এর অধীনে আর.এস. দাগ নং ৬৯৭ এবং ৬৯৮-এর অনুরূপ, সেখানে অবস্থিত ভবনের দ্বিতীয় তলায় (২য় ফ্লোরে) ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ প্রায় ১১৭০ বর্গফুট পরিমাপের ২-এ নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ৩টি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, দুটি বাথরুম, একটি রান্নাঘর এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত এবং এর সাথে সমস্ত ফিক্সচার ও ফিটিংস এবং ভবনের জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং স্বার্থ এবং সমস্ত অধিকার, মালিকানা, স্বার্থ, ইজমেন্ট, সুযোগ-সুবিধা, সাধারণ অংশ এবং সাধারণ সুবিধাগুলি সংযুক্ত। ***সম্পত্তির বিশদ বিবরণ/বর্ণনা ০৬/০১/২০১১ তারিখের ২০১১ সালের কনভেয়েন্স ডিড নং ০০১১০-এ আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা শ্রী মহেন্দ্র শ'-এর নামে নিবন্ধিত হয়েছিল, যিনি ১৬.১২.২০১৬ তারিখে **শ্রীমতী মঞ্জু দেবী (যিনি শ্রীমতী মঞ্জু দেবী শ' নামেও পরিচিত), শ্রী নীরজ শ' এবং শ্রী সুদর্শন শ'**-কে তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে ইচ্ছাপত্র না করেই মারা যান, যাঁরা আইনি উত্তরাধিকারের বলে উপরে উল্লেখিত সম্পত্তির যৌথ মালিক হয়েছেন।	কলকাতা ডিআরটি-১ -এর কাছে ২০২৫ সালের এসএ ১১৩ বিচারাধীন রয়েছে	৪২,১২,০০০/- টাকা (বিয়াল্লিশ লক্ষ বারো হাজার টাকা)	৪,২১,২০০/- টাকা (চার লক্ষ একুশ হাজার দুইশো টাকা)

ই-অকশনের তারিখ ও সময়	২৭-১০-২০২৬ (বিকাল ০৩.৩০ টা থেকে বিকাল ০৪.৩০ টা পর্যন্ত)
অনলাইন অকশন ওয়েবসাইট	https//www.bankeauctions.com
অনলাইনে বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬-১০-২০২৬ (বিকাল ০৫.০০ টা পর্যন্ত)
ন্যূনতম বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	শুধুমাত্র ৫০,০০০/- টাকা
ইচ্ছুক ক্রেতাদের জন্য সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	২৮-০৯-২০২৬ (সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১২.৩০ টা পর্যন্ত)
অনুমোদিত অফিসারের যোগাযোগের বিবরণ	মোবাইল নং ৯৮৭৪৪৩৮৭৮৫, ইমেইল rohit.swaroop@indusind.com

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.indusind.bank.in বা পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://www.bankeauctions.com-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

সারফায়েশি অ্যাক্টের বিধান/রুলস-এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এটিকে ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে পারেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-কে এতদ্বারা এই বিক্রয় নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরে উল্লেখিত হিসাবে তাঁদের দায় সম্পূর্ণভাবে মিটিয়ে ফেলার এবং সুরক্ষিত সম্পদের উপর বন্ধক পুনরুদ্ধার করার একটি সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, এটি করতে ব্যর্থ হলে উপরে উল্লিখিত নিয়ম ও শর্তাবলী অনুযায়ী সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করা হবে।

তারিখ : ১৪.০৯.২০২৬
স্থান : হাওড়া
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

পাঁচ বছর পর পুনরায় বিজেপি কর্মীর মরদেহ ময়নাতদন্তে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: পাঁচ বছর ধরে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা এক মৃত্যুর রহস্য ফের সামনে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগে মৃত বিজেপি কর্মী আস্তিক চন্দ্র দাসের দেহ দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সমাধি থেকে তোলা হল। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে দেহ উত্তোলনের পর শুরু হয়েছে ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক পরীক্ষার প্রক্রিয়া। ফলে পুরনো এই মৃত্যুর ঘটনায় নতুন কোনও তথ্য সামনে আসে কি না, এখন সেদিকেই নজর মৃতের পরিবার ও রাজনৈতিক মহলের।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি-১ ব্লকের ন্যাজাট থানার কালীনগর অঞ্চলের ঝনঝনিয়া এলাকায় ২০২১ সালের ভোটের পর রাজনৈতিক অশান্তির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। পরিবারের দাবি, সেই সময় প্রবীণ বিজেপি কর্মী আস্তিক চন্দ্র দাসকে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরে বাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবারের আরও অভিযোগ, ঘটনার পর থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি। এমনকি মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়নি বলে দাবি তাঁদের। ভয় দেখিয়ে মৃতদেহ সমাধিস্থ করতে বাধ্য করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ পরিবারের। পরবর্তীতে রাজ্যে পালাবদলের পর ফের আস্তিক চন্দ্র দাসের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এবার তদন্তে বড় পদক্ষেপ পুলিশের। আদালত ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া মেনে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সমাধি থেকে দেহ উত্তোলন করা হয়। ঘটনাস্থলে ছিলেন পুলিশ আধিকারিক, চিকিৎসক এবং ফরেনসিক বিভাগের প্রতিনিধিরাও। ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্টে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কোনও নতুন তথ্য সামনে আসে কি না, ২০২১-এর ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগের সঙ্গে মৃত্যুর যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয় কি না, এখন সেই রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে পরিবার।

চেন্নাই থেকে গ্রেপ্তার তৃণমূলের উপপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই গা-ঢাকা। খোঁজ চলছিল পুলিশ থেকে সাধারণ মানুষেরও। শেষমেশ মোবাইলের টাওয়ার লোকেশনই ধরিয়ে দিল পালিয়ে থাকা হাসনাবাদের তৃণমূল নেতা তথা বিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শহিদুল শেখকে। চেন্নাই থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করল হাসনাবাদ থানার পুলিশ এবং বসিরহাট জেলা পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। দীর্ঘদিনের 'পলাতক' এই নেতার গ্রেপ্তারিকে ঘিরে এলাকায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা। পুলিশ সূত্রে খবর, শহিদুল শেখের বিরুদ্ধে হাসনাবাদ থানায় একাধিক অভিযোগ রয়েছে। বিজেপি কর্মীদের মারধর, দোকানে আগুন লাগানো, ভোট-পরবর্তী হিংসা, এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি, তোলাবাজি ও মস্তানির অভিযোগের পাশাপাশি বিজেপি কর্মীদের খুনের হুমকি দিয়ে বাড়িছাড়া করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। পঞ্চায়েতের টাকা তছরুপের অভিযোগও সামনে এসেছে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগের পর থেকেই দীর্ঘদিন এলাকায় দেখা মিলছিল না শহিদুলের। পুলিশও তাঁর সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছিল। অবশেষে প্রযুক্তির সাহায্যে তাঁর অবস্থান চিহ্নিত করা হয়। মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন ট্র্যাক করে চেন্নাইয়ে পৌঁছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ ও বসিরহাট জেলা পুলিশের এসওজি। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। পুলিশ সূত্রে খবর, চেন্নাই থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে এনে সোমবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে শহিদুল শেখকে। এখন তদন্তকারীদের নজর, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির নেপথ্যে সত্যিটা কী, এবং দীর্ঘদিন তিনি কোথায় ও কীভাবে আত্মগোপন করে ছিলেন।

দঃ দিনাজপুরে ফের জেলা কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে ফের আস্থা রাখল সর্বভারতীয় কংগ্রেস। আসন্ন পৌরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জেলায় সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে পুনরায় জেলা কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হলো গোপাল দেবকে। শনিবার সর্বভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত জেলা সভাপতিদের তালিকায় তাঁর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিকে সামনে রেখে তাঁর এই পুনর্নিয়োগকে কেন্দ্র করে বর্তমানে জেলা কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের অন্দরে নতুন করে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলা সভাপতি নির্বাচনের এই আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার আগে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরেও বিশেষ

পর্যবেক্ষণ টিম পাঠানো হয়েছিল। পর্যবেক্ষকরা জেলায় পৌঁছে বুথ স্তর থেকে শুরু করে ব্লক ও তৃণমূল স্তরের সক্রিয় কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তাঁদের সংগৃহীত মতামত ও রিপোর্টের ভিত্তিতে সম্ভাব্য জেলা সভাপতির নাম সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির কাছে পাঠানো হয়। সেই দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের পর শনিবার ঘোষিত চূড়ান্ত তালিকায় পুনরায় গোপাল দেবের ওপরই দায়িত্ব অর্পণ করে দল। পুনরায় সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া জানান গোপাল দেব। তিনি বলেন, '২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আমাদের সামনে পৌরসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে। এই দুটি নির্বাচনে আমরা অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। পরবর্তীতে লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে আমাদের দলের আগামীর মূল রূপরেখা তৈরি করা হবে।' রাজনৈতিক মহলের মতে, জেলা সভাপতির পুনর্নিয়োগের পর কংগ্রেসের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো জেলার সংগঠনকে সর্বস্তরে আরও মজবুত করা। বুথ স্তর থেকে কর্মী-সমর্থকদের পুনরায় সক্রিয় করে আগামী দিনের নির্বাচনী লড়াইয়ে কংগ্রেস কতটা প্রভাবশালী ভূমিকা নিতে পারে, এখন সেদিকেই নজর থাকবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

বাগেশ্বর-বিতর্কে সরব জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বাঙালির দুর্গাপুজো ও নিজস্ব খাদ্য সংস্কৃতি নিয়ে বাগেশ্বর বাবা ওরফে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। সেই বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এবার সশরীরে সরব হল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। প্রদেশ কংগ্রেসের নির্দেশে শনিবার রাজ্যের অন্যান্য জেলার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। উক্ত সাংবাদিক বৈঠকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি গোপালদেব সহ দলের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক থেকে বাগেশ্বর বাবার মন্তব্যের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়। কংগ্রেস নেতৃত্বের অভিযোগ, এই ধরনের বক্তব্যে শুধু হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি আপত্তিকর ও অবমাননাকর মন্তব্যই করা হয়নি, বরং বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো ও দীর্ঘদিনের খাদ্য সংস্কৃতিকে চরম হেয় করা হয়েছে। ধর্ম ও বাঙালির ঐতিহ্য নিয়ে এই ধরণের উস্কানিমূলক কথা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে সাফ জানিয়ে দেন নেতৃবৃন্দ। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশে এদিন একই ইস্যুতে রাজ্যব্যাপী প্রতিটি জেলায় প্রতিবাদসূচক সাংবাদিক বৈঠকের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ দিনাজপুরেও সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে কংগ্রেস নেতৃত্ব সোচ্চার হন। সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যের শাসকদল, বিজেপি এবং বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জেলা কংগ্রেস দাবি করে যে, এভাবে সামাজিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে বাগেশ্বর বাবার বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জোর দাবি জানিয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে দেশজুড়ে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' শীর্ষকে বিভিন্ন সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই কর্মসূচিতে রবিবার মেদিনীপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল চত্বরে বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান হয়। মেদিনীপুর শহরের সিদ্ধি বিনায়ক সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং সমাজকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কর্মসূচিতে প্রায় ৩০০ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। হাতে ঝাঁটা ও প্রয়োজনীয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সামগ্রী নিয়ে তাঁরা হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন অংশ পরিষ্কার করেন। হাসপাতাল চত্বরকে আবর্জনামুক্ত করার পাশাপাশি পুরো পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্ব সম্পর্কেও সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার আবেদন জানানো হয়। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শুধু একটি দিনের কর্মসূচির মধ্যেই স্বচ্ছতার এই উদ্যোগ সীমাবদ্ধ না রেখে আগামী দিনগুলিতেও ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি নেওয়া হবে। বিশেষ করে মেদিনীপুর শহরকে আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে তোলার লক্ষ্যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ট্রাস্টের সভাপতি শংকর ঘোষ বলেন, 'স্বচ্ছতা শুধু প্রশাসনের দায়িত্ব নয়, এটি প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই সচেতনতা বাড়িয়ে তুলতেই আমাদের এই উদ্যোগ। আগামী দিনেও মেদিনীপুর শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সৌমেন তিওয়ারি, দেবাশিস দাস-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাদের বক্তব্য, হাসপাতাল ও তার আশপাশের এলাকা প্রতিদিন বহু মানুষের যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তাই এই ধরনের জনসচেতনতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও স্বচ্ছতা সম্পর্কে ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি হবে। স্বচ্ছতা অভিযানে 'নিজে পরিষ্কার থাকুন, অন্যকেও পরিষ্কার রাখতে উৎসাহিত করুন' এই বার্তাই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।

দিঘায় 'স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর' অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দিঘা: রবিবার বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে মান্দারমণি ও বগুড়ান-জলপাই সমুদ্র সৈকতে মেগা 'স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর' অভিযান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ ও উপকূলীয় জন-সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিঘাতে অবস্থিত ভারত সরকারের 'ভারতীয় জাতীয় মহাসাগর তথ্য পরিষেবা কেন্দ্রের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকূলীয় পর্যবেক্ষণ ও প্রচার কেন্দ্র এবং পরিবেশবিদ্যা অধ্যয়ন কেন্দ্র যৌথ ভাবে এই 'স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর' সচেতনতা ও সৈকত পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি নেয়।

পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সৈকত মান্দারমণির দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর এবং বগুড়ান-জলপাই সৈকতে একযোগে অভিযান হয়। ভারত সরকারের ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের অধীনস্থ ভারতীয় জাতীয় সমুদ্র তথ্য পরিষেবা কেন্দ্রের সমন্বয়ে আয়োজিত হয় এই কর্মসূচি ।

অনুষ্ঠানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ড. জয়ন্ত কিশোর নন্দী। প্রধান অতিথি ছিলেন রামনগরের বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল ও মুগবেড়িয়া গঙ্গাধর মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. স্বপন কুমার মিশ্র। সমগ্র কর্মসূচিটি পরিচালিত হয় পরিবেশবিদ্যা অধ্যয়ন কেন্দ্রের অধিকর্তা, উপকূলীয় পর্যবেক্ষণ ও প্রচার কেন্দ্রের সমন্বয়ক এবং আইএনসিওআইএস গবেষণা প্রকল্পের প্রধান নির্দেশক ড. যতিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। কেন্দ্রীয় স্তর থেকে উপস্থিত ছিলেন ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব শ্রীনিবাস রাও গাঙ্গি রেড্ডি এবং আইএনসিওআইএস-এর বিজ্ঞানীও গ্রুপ লিডার ই. পট্টাভি রামা রাও।

পরিবেশ সুরক্ষার অঙ্গীকারে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, কাজলা জনকল্যাণ সমিতির সদস্য, স্থানীয় গ্রামবাসী ও ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের তিনশোর বেশি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৈকতে নেমে সামুদ্রিক বর্জ্য পরিষ্কার করেন এবং রক্ষণশীল উপকূলীয় জীবনযাত্রার বার্তা ছড়িয়ে দেন। অনুষ্ঠানের শেষে আয়োজকদের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী স্বচ্ছতা ও পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনে অনুপ্রেরণাকারী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। একাডেমিক গবেষণা, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও জন-অংশগ্রহণের এই মেলবন্ধন আগামী প্রজন্মের জন্য এক স্বাস্থ্যকর, পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ সামুদ্রিক ভবিষ্যৎ গড়ার জাতীয় সংকল্প বলে উদ্যোক্তারা মনে করেন।

বৈদ্যপুরে বিজেপির বিশেষ প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসন্ন জন্মদিন এবং তাঁর দীর্ঘ ২৫ বছরের সফল প্রশাসনিক সফরকে (১২ বছর মুখ্যমন্ত্রী ও ১৩ বছর প্রধানমন্ত্রী কাল) স্মরণীয় করে রাখতে এক মাসব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। দলীয় সংগঠন ও প্রশাসনিক উদ্যোগের পাশাপাশি কালনা ১ নং মণ্ডল (কালনা ২ নম্বর ব্লক)-এর উদ্যোগে আগামী ২৫ শে সেপ্টেম্বর পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিবসে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই জোড়া কর্মসূচিকে সর্বাত্মকভাবে সফল করার লক্ষ্যে কালনার বৈদ্যপুরস্থ 'রাজভবনে' অনুষ্ঠিত হয় এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি বৈঠক। উক্ত বৈঠকে কর্মসূচির রূপরেখা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির মণ্ডল পদাধিকারীবৃন্দ, বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি, শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখগণ, জেলা স্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারী এবং বুথ সভাপতিরা। আগামী এক মাস ধরে 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে জনকল্যাণমূলক কাজ পৌঁছে দেওয়া এবং ২৫ শে সেপ্টেম্বর 'স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব'-এ বিপুল সাড়া জাগানোর লক্ষ্যে কর্মী-সমর্থকদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানানো হয়।

গ্রামীণ রাস্তা বন্ধ করে মাচা তৈরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের কনকপুর গ্রামের মনসাতলা এলাকায় প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত এই রাস্তাটি দিয়ে গ্রামের বহু মানুষ এবং যানবাহন যাতায়াত করত। কিন্তু হঠাৎ করেই রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া একটি জায়গায় রাস্তাটি বন্ধ করে সেখানে মাচা তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই রাস্তা দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ ছাড়াও গবাদি পশু, ট্রাক্টর এবং অন্যান্য যানবাহন যাতায়াত করত। কিন্তু এক ব্যক্তি জমির মালিক হিসেবে দাবি করছেন, যে রাস্তাটি তাঁর জমির ওপর দিয়ে গিয়েছে, তাই তিনি সেখানে যাতায়াত করতে দেবেন না। এর ফলে চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। রাস্তা বন্ধ থাকায় ধান চাষের জমি ও বাঁশবাগানে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও বড় ধরনের বাধা সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কোনো রকম সরকারি আদেশ বা আদালতের নির্দেশ ছাড়াই একতরফাভাবে এই রাস্তাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে এবং রাস্তাটি পুনরায় চালু করার দাবিতে গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস এবং থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, যারা এই অন্যায়ের প্রতিবাদে স্বাক্ষর করেছেন, তাঁদের বিভিন্নভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনকি রাতের বেলা পুলিশ দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়ার ভয়ও দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। অন্যদিকে, অভিযুক্ত মালিক সুরজিত ঘোষ জানিয়েছেন, রাস্তাটি তাদের ব্যক্তিগত জায়গার উপর দিয়ে গিয়েছিল, তাঁর চাষের জমি এবং বাঁশবাগানের সুরক্ষার জন্যই তিনি জমির সীমানা ঠিক করে মাচা তৈরি করেছেন এবং যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষের কোনো অসুবিধা না হয়। তবে সাধারণ গ্রামবাসীদের দাবি, প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত এই বিষয়ে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক এবং যত দ্রুত সম্ভব রাস্তাটি পুনরুদ্ধার করে জনসাধারণের যাতায়াত স্বাভাবিক করা হোক।

বিদ্যাধরী থেকে বালি পাচার

পুলিশি অভিযানেও অধরা নৌকো

নিজস্ব প্রতিবেদন, মিনাখাঁ: শাসন বদলেছে, প্রশাসনের দাবি বদলেছে, কিন্তু বিদ্যাধরী নদীতে রাতের অন্ধকারে বালি পাচারের অভিযোগ কি বদলায়নি? প্রশ্ন উঠছে মিনাখাঁয়। পুলিশের অভিযানেই ধরা পড়ল বালি পাচারের অভিযোগে ছয়জন। অথচ পুলিশের চোখের সামনে পাচারকারীদের নৌকা পালিয়ে গেল! অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালাল আরও কয়েকজন। তাহলে প্রশ্ন, নদীবক্ষে দিনের পর দিন চলা এই অবৈধ কারবারের খবর কি প্রশাসনের কাছে ছিল না? নাকি নজরদারির ফাঁকেই সক্রিয় ছিল পাচারচক্র? উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ থানার অন্তর্গত বিদ্যাধরী নদীতে রাতের অন্ধকারে অবৈধভাবে বালি উত্তোলন ও পাচারের অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মিনাখাঁ থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কয়েকদিন ধরেই গোপন সূত্রে অভিযোগ আসছিল রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নদী থেকে বালি কেটে নৌকোযোগে অন্যত্র পাচার করা হচ্ছে। সেই খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাতে নির্দিষ্ট এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের সময় ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলেও পুলিশের অভিযানের আঁচ পেয়ে বালি বোঝাই নৌকোটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। নৌকোয় থাকা আরও কয়েকজন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, নদীতে যদি নিয়মিত নজরদারি থাকে, তাহলে এতদিন ধরে কীভাবে চলছিল এই অবৈধ বালি কারবার? পুলিশের অভিযানের সময় নৌকা পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাই বা কীভাবে ঘটল? প্রশাসনের নজরদারিতে কোথাও ফাঁক রয়েছে কি না, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের সঙ্গে আর কারা যুক্ত, কোথা থেকে কারবার পরিচালিত হচ্ছিল এবং কোথায় বালি পাচার করা হত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পলাতকদের সন্ধানেও চলছে তল্লাশি। ইতিমধ্যেই ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। বিদ্যাধরীর বালি পাচারের নেপথ্যে বড় কোনও চক্র রয়েছে কি না, সেই উত্তরই এখন খুঁজছে পুলিশ।

ত্রিশক্তি কোর উত্তর সিকিমের মাঙ্গানের 'পিএম শ্রী সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল'-এর শিক্ষার্থীদের জন্য কলকাতা ও ওড়িশা পর্যন্ত একটি 'জাতীয় সংহতি ভ্রমণ'-এর আয়োজন করেছিল। গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে এই শিক্ষার্থীরা ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা ও উভয় সাংস্কৃতিক নিদর্শন, যেমন ঐতিহাসিক ফোর্ট উইলিয়াম থেকে শুরু করে বঙ্গোপসাগরের উপকূল পরিদর্শন করে।

রাস্তা তৈরি হয়নি, অথচ বরাদ্দ ২১ লক্ষের বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদন মেমারি: গ্রামবাসীদের দাবি, প্রায় চার বছর আগে ৫০০ মিটার রাস্তা তৈরির জন্য ২১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। নির্দিষ্ট সরকারি কোড নম্বরও দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি তাঁদের। কিন্তু অভিযোগ, রাস্তার সামান্য অংশের কাজ করেই মাঝের প্রায় পুরো অংশ ফেলে রাখা হয়েছে। অথচ বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ তুলে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাহলে প্রশ্ন উঠছে কাজ যদি সম্পূর্ণ না হয়, সেই টাকা কোথায় গেল? স্থানীয়দের আরও দাবি, প্রায় ১৬ বছর ধরে এই রাস্তার কোনও উল্লেখযোগ্য সংস্কার হয়নি। বর্ষায় রাস্তা পরিণত হয় কাদা ও জলময় পথে। অ্যাম্বুলেন্স বা অন্য যানবাহন ঢুকতে না পারায় অসুস্থ ও গর্ভবতী রোগীদের নিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হয় পরিবারগুলিকে। সমস্যায় পড়েন স্কুল পড়ুয়ারাও। এ নিয়ে পঞ্চায়েত, বিডিও, এসডিও, বিধায়ক ও জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েও সমাধান হয়নি বলে দাবি গ্রামবাসীদের। এখন তাঁদের দাবি, রাস্তা দ্রুত তৈরি করতে হবে এবং বরাদ্দের অর্থের হিসাব খতিয়ে দেখতে হবে উচ্চপর্যায়ের তদন্তে।

নাকা চেকিংয়ের সময় মৃতদেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: প্রেমিকাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে গলার নলি কেটে খুন করে দেহ প্লাস্টিক বন্দি করে বাইকে করে লোপাটের চেষ্টা যুবকের। মাঝরাতে পুলিশি নাকা চেকিংয়ে ধরা পড়ে যায় ওই যুবক। ঘটনায় গ্রেপ্তার যুবকের নাম অমিত কুমার মাহাতো (২৩)। বাড়ি পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার হুড়ুমদা গ্রামে। মৃত যুবতীর নাম প্রিতিকা মাহাতো (২১) । পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি থানার বুড়দা গ্রামে। পড়াশোনা ও চাকরির প্রস্তুতির জন্য যুবকটি থাকতো পুরুলিয়া শহর লাগোয়া টামনা থানার একটি মেসে। মেয়েটিও স্থানীয় একটি থাকত এবং নার্সিং ট্রেনিং করত। শনিবার টামনা থানা এলাকায় থাকা ছেলেটির মেসে যায় ওই মেয়েটি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান সেখানেই তরুণীর গলা কেটে খুন করে ওই যুবক। তারপর মাঝ রাতে বাইকে করে প্লাস্টিক বন্দি অবস্থায় দেহটিকে লোপাট করার জন্য পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি-বলরামপুর রোড দিয়ে যায়। মাঝপথে পিপিএসপি দপ্তরের সামনে পুলিশি নাকা চেকিংয়ে ধরা পড়ে যায় ওই যুবক। জানা যায়, মেয়েটি ও ছেলেটির বেশ কয়েক বছরের সম্পর্ক ছিল। তারা একই কোচিংয়ে পড়ত। প্রেমের সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরেই এই খুনের ঘটনা বলে অনুমান পুলিশের। গ্রেপ্তার যুবককে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে এদিন পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ৯ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ বিচারকের।

ছিনতাইয়ে বাধা, বাইক আরোহীকে গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: শনিবার রাতে আসানসোল সংলগ্ন ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের দিল্লি পাবলিক স্কুলের কাছে নৈশ ডিউটিতে যাওয়ার পথে দুষ্কৃতীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হলো সালানপুরের আল্লাডি পঞ্চায়েতের ধাগুড়ির বাসিন্দা হরিদাস লায়ক (৪৩)। গুরুতর আহত অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। অভিযোগ, প্রতিদিনের মতো বাইকে করে আসানসোলের শ্রীহরি গ্লোবাল স্কুলে নৈশ ডিউটিতে যাচ্ছিলেন হরিদাস। জাতীয় সড়কের উপর আচমকাই তাঁর পথ আটকানোর চেষ্টা করে বাইকে থাকা তিন মুখোশধারী দুষ্কৃতী। ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে প্রতিবাদ করেন হরিদাস। আর তার পরেই তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর দু'টি গুলি করে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। একটি গুলি তাঁর পায়ে লাগে। আহত অবস্থাতেই হামলাকারীদের ভিডিয়ো মোবাইল বন্দি করার চেষ্টা করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তেরা। খবর পেয়ে ছুটে আসে সালানপুর থানার পুলিশ। হরিদাসকে উদ্ধার করে ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে একটি ব্যবহৃত কার্তুজের খোল উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশ কমিশনার ডঃ প্রণব কুমার, ডিসি ওয়েস্ট সানা আখতার, ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস-সহ পদস্থ আধিকারিকেরা।

ফুলিয়ার জামদানিতে ফুটে উঠছে প্রধানমন্ত্রীর পোর্ট্রেট

নিলয় ভট্টাচার্য

নদিয়া: ১৭ সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে নদিয়ার শান্তিপুর ফুলিয়ার তাঁত শিল্পী পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত বীরেন কুমার বসাকের তত্ত্বাবধানে জামদানি বুননে ফুটে উঠল প্রধানমন্ত্রীর পোর্টেট ছবি। এই ছবি আঁকা নয়। শুধুমাএ হাতে বোনা। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই ফাইন আর্ট জামদানি প্রথম ইনোভেশনে আনেন বীরেন বসাকের পুত্র অভিনব বসাকের ভাবনা থেকে। এই রকম ফাইন আর্ট-এর জামদানির কাজ ২০১৬ সালে প্রথম তৈরি হয় রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের

পোর্টেট দিয়ে। তারপর একের পর এক কাজ হয়েছে বিভিন্ন মনীষীদের থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের মুখ বলয়ের মাধ্যমে। সর্ব শেষ কাজটি তৈরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই লাইন আর্ট পোর্টেট জামদানি ওয়াল আর্ট দিয়ে। বীরেন কুমার বসাকের টিমের অত্যন্ত গুণী তাঁতি বিবেক বিশ্বাস প্রথম থেকেই এই কাজ করে আসছেন। বীরেন বাবু আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই কাজটি করতে ১০ দিন সময় লেগেছে। সিল্কের জামদানিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি। তবে এই শাড়িটা তৈরি হয়েছে বিক্রি করার জন্য নয়। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের জন্য বাংলার তাঁত শিল্পীদের উৎকর্ষতার একটি নজির হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই জামদানির কাজটি ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দিল্লির দপ্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর আগেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীদের ছবি থেকে শুরু করে বিভিন্ন দলীয় প্রতীক এমনকি মনীষীদের পোর্টেট ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল জামদানি শাড়ির ওপর। এবার প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে তার জন্য বিশেষ উপহার যাচ্ছে শান্তিপুর ফুলিয়ার বীরেন বসাকের তৈরি প্রধানমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত জামদানি শাড়িতে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকরে ঘোষণা শাহের

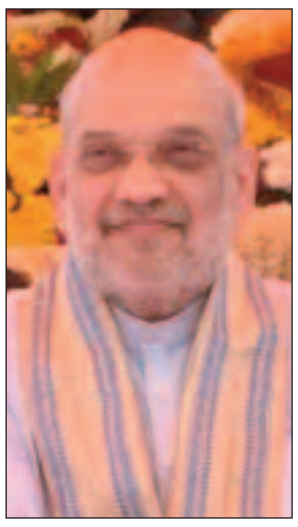

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর নিয়ে বিরাট ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার মুম্বইয়ে সাংবাদিক বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। সেখানেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী শোনাল শাহর গলা। গত ১২ বছরে বিজেপি সরকারের সাফল্যও তুলে ধরেছেন তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে শাহ বলেন, বিজেপি সরকারের রাজনীতি পুরোটাই পারফরম্যান্স ভিত্তিক। জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এগিয়ে চলেছে বিজেপি সরকার।

রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সাল থেকে দেশের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, অপারেশন সিঁদুরের মতো একের পর এক কর্মকাণ্ডে মোদি সরকার বুঝিয়ে দিয়েছে, জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভারত জিরো টলারেন্স নীতিতে বিশ্বাসী। একইভাবে দেশের অন্দরে নকশালদের খতম করেছে যেন অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়। শাহ আরও বলেন, উত্তর-পূর্বে নাশকতা, ৩৭০ ধারার মতো বিষয়গুলিও দারুণভাবে সামাল দিয়েছে মোদি সরকার।

শাহের কথায়, বিজেপি সরকার ২০১৪ থেকে যে রাজনীতি করছে সেটা পারফরম্যান্স ভিত্তিক। অর্থাৎ নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে এসেছে বিজেপি। সেই প্রতিশ্রুতির মধ্যেই অন্যতম অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে শাহ বলেন, 'ইতিমধ্যেই কয়েকটা রাজ্যে আমরা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করেছি। ২০২৯ সালের মধ্যে দেশের ২১টি এনডিএ শাসিত রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর হবে বলে আমি আত্মবিশ্বাসী।' উল্লেখ্য, দিল্লি-সহ ১৫টি রাজ্যে বিজেপি একাই ক্ষমতায় রয়েছে। বাকি রাজ্যগুলিতে শরিকের সঙ্গে সরকার গড়েছে গেরুয়া শিবির।

২০২৯ সালে লোকসভা নির্বাচন। চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার হাতছানি নরেন্দ্র মোদির সামনে। নির্বাচনের আগে বাকি রয়েছে আড়াই বছরের কিছু বেশি সময়। তার মধ্যে দেশের ২১টি রাজ্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করতে পারলে বিজেপির বিপুল ফায়দা হবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

বালোচিস্তানে পাক সেনার কনভয়ে হামলা, হত ২৩

ইসলামাবাদ, ১৩ সেপ্টেম্বর: ফের রক্তাক্ত বালোচিস্তান। পাক সেনার কনভয়ে ভয়ঙ্কর হামলায় নিহত অন্তত ২৩ জওয়ান। পাশাপাশি আরও বহু পাকিস্তানি জওয়ান আহত হয়েছেন বলে খবর। অনুমান করা হচ্ছে এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে বালোচ বিদ্রোহীরা। জানা যাচ্ছে, রবিবার এই হামলা চালানো হয় বালোচিস্তানের লাসবেলা জেলার এন-২৫ জাতীয় সড়কে।

পাকিস্তানের শিকল ছিঁড়ে 'স্বাধীন বালোচিস্তান' ঘোষণা করেছিল বিদ্রোহীরা। দাবি করা হয়েছিল, বালোচিস্তানের ৮৫ শতাংশ এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে। সেখানে পাকিস্তান সেনা পাঠালে কড়া জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি হুমকি দিয়েছিল বালোচ বিদ্রোহীরা। সূত্রের খবর, এদিন লাসবেলার কাশারী এলাকায় ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের ১৫টি গাড়ির কনভয় লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। ব্যাপক বিস্ফোরণের পাশাপাশি গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এই হামলায় ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, পাশাপাশি আহত হয়েছেন আরও অনেকে। হামলার পর পাক সরকারের তরফে ওই জাতীয় সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রচুর সংখ্যায় সেনা পাঠানো হয়েছে এলাকায়। শুরু হয়েছে তল্লাশি। এই জাতীয় সড়ক বালোচিস্তান প্রদেশের অন্যতম প্রধান সড়ক করিডোর। যা করাচিকে কোয়েটার সঙ্গে যুক্ত করছে এবং বালোচিস্তানের কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।

এখনও পর্যন্ত কোনও সংগঠন এই হামলার দায় স্বীকার না-করলেও অনুমান করা হচ্ছে এর নেপথ্যে রয়েছে বালোচরাই। কারণ এই জাতীয় সড়ক বালোচিস্তান প্রদেশের অন্যতম প্রধান সড়ক করিডোর। যা করাচিকে কোয়েটার সঙ্গে যুক্ত করছে এবং বালোচিস্তানের কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। যার জেরে এই সড়কের উপর পাক সেনার উপর হামলা নতুন কিছু নয়। এর নেপথ্যেও বালোচদের হাত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

গুজরাতে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর: ভারতীয় আবহাওয়া দফতর গুজরাটে অত্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য 'লাল সতর্কতা' জারি করেছে। এছাড়া মধ্য মহারাষ্ট্র, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, তেলেঙ্গানা, বিদর্ভ এবং মধ্যপ্রদেশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামীকাল পর্যন্ত দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, পঞ্জাব, পূর্ব রাজস্থান এবং হিমালয়-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, আগামী দু'দিন অরুণাচল প্রদেশ, অসম, মেঘালয় ও সিকিম-সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিতেও এই আবহাওয়া পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামিকাল পর্যন্ত উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, মারাঠওয়াড়া, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কারাইকাল, বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং ওড়িশায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পরিস্থিতি অব্যাহত থাকবে। আগামী দু'দিন উত্তরাখণ্ড, তেলেঙ্গানা, কেরলম, মাহে এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও একই ধরনের আবহাওয়া পরিস্থিতি থাকতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

কালোজাদুর সন্দেহে বউমাকে কুড়ুল দিয়ে খুনের পর কুয়োয় ঝাঁপ শ্বশুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাগপুরে কালোজাদুর সন্দেহকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ খুনের ঘটনা। ৪২ বছরের বউমাকে কুড়ুল দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে ৭২ বছরের শ্বশুরের বিরুদ্ধে। শনিবার এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। খুনের পর অভিযুক্ত শ্বশুর বাড়ির পিছনে থাকা একটি কুয়োয় ঝাঁপ দেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম লক্ষ্মী রবীশঙ্কর পালি। তিনি বাড়িতে কাপড় কাচছিলেন। সেই সময় শ্বশুর নথুলাল পালির সঙ্গে তাঁর ফের বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, উত্তেজনার মধ্যে নথুলাল কুড়ুল দিয়ে লক্ষ্মীর মাথায় আঘাত করেন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশের দাবি, নথুলাল দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তাঁর সন্দেহ ছিল, বউমা তাঁর ওপর কালোজাদু করেছেন। নিজের অসুস্থতার জন্য লক্ষ্মীকেই দায়ী করতেন তিনি। এমনকি তিন বছর আগে নিজের ছেলের মৃত্যুর জন্যও বউমার কালোজাদুকে দায়ী করতেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এই বিষয়টি নিয়ে শ্বশুর-বউমার মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি চলছিল। প্রায়ই তাঁদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও বিবাদ হত। শনিবারও একই বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। পরে সেই বিবাদই ভয়াবহ পরিণতি নেয়।

পুলিশ জানিয়েছে, লক্ষ্মী তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে বাড়ির একটি আলাদা ঘরে থাকতেন। তাঁর স্বামী তিন বছর আগে মারা যান। অন্যদিকে নথুলালের নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও পারিবারিক বিবাদ ছিল। তাঁরাও একই বাড়িতে আলাদা ঘরে থাকতেন। খুনের পর নথুলাল বাড়ির পিছনের কুয়োয় ঝাঁপ দেন। এক বৃদ্ধ কুয়োয় পড়ে গিয়েছেন বলে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরে দমকলের সাহায্যে তাঁকে কুয়ো থেকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইয়শোধরা নগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। লক্ষ্মীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

নদীর ধারে চার দিন ধরে মায়ের অপেক্ষা, নিখোঁজ ১০ বছরের মোমিনকে শুধু একবার দেখতে চান

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার মাদুমতী নালার ধারে টানা চার দিন ধরে বসে আছেন শাহিনা। চোখ তাঁর স্থির নদীর জলের দিকে। ১০ বছরের ছেলে মোমিন আশিক কবে ফিরে আসবে, সেই অপেক্ষাতেই দিন কাটছে তাঁর। তবে এখন আর ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশা নয়, অন্তত একবার শেষবারের মতো তাকে দেখতে চান মা।

চার দিন আগে বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে নদীর পাড়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল মোমিন। কলোসা সেতুর কাছে জলে একটি ক্রিকেট বল ভাসতে দেখে সেটি তুলে আনতে যায় সে। বলটি হাতে পাওয়ার পর নদীর পাড়ে ওঠার সময় আচমকাই পা পিছলে যায়। মুহূর্তের মধ্যে প্রবল স্রোতে তলিয়ে যায় ১০ বছরের শিশুটি।

মোমিনের মা জানিয়েছেন, সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। বন্ধুর সঙ্গে নদীর পাশের রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আসবে বলেই জানিয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়িতে খবর আসে, মোমিন নদীতে পড়ে গিয়েছে। তারপর থেকে আর তার কোনও খোঁজ মেলেনি।

স্থানীয়দের দাবি, ঘটনার কিছুক্ষণ আগে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে জল ছাড়া

হয়েছিল। তার জেরে মাদুমতী নালার স্রোত আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বন্ধুর চোখের সামনেই স্রোত মোমিনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পাশে থাকা তার বোনও তাকে ফিরে আসতে বলেছিল। কিন্তু সাহায্য করার আগেই শিশুটি জলের মধ্যে হারিয়ে যায়। এরপর শুরু হয় তল্লাশি। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, পুলিশ, বিশেষ কমান্ডো বাহিনী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা দিন-রাত ধরে নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছেন। স্থানীয় সাঁতারুরাও বিপজ্জনক স্রোতের মধ্যে নেমে খুঁজছেন।

নদীর বাঁক, ঘূর্ণি এবং সম্ভাব্য সব জায়গায় তল্লাশি চালানো হলেও এখনও মোমিনের সন্ধান মেলেনি। মোমিন ছিল পাঁচ সন্তানের মধ্যে একমাত্র ছেলে। তাই তার নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নদীর ধারে স্থানীয়রা একটি তাঁবু তৈরি করে দিয়েছেন। সেখানেই বসে থাকছেন শাহিনা। উদ্ধারকারী দল নদী থেকে ফিরলেই ছেলেকে পাওয়া গেল কি না, সেই আশায় তাকিয়ে থাকেন তিনি। স্থানীয়দের কাছে মোমিন ছিল হাসিখুশি ও প্রতিভাবান একটি শিশু। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র মোমিন পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ এবং ঘোড়ায় চড়তেও পারদর্শী ছিল। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে নাচের জন্য সম্প্রতি তাকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়েছিল। চার দিন পেরিয়ে গেলেও তল্লাশি থামেনি। আর নদীর ধারে অপেক্ষা করা মায়ের একটাই আকুতি; মোমিন যেন অন্তত একবার ফিরে আসে, যাতে শেষবারের মতো ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেন তিনি।

গোয়ার জনগণ এখন বিকল্প চান: কেজরিওয়াল

পানাজি, ১৩ সেপ্টেম্বর: গোয়ার জনগণ এখন বিকল্প চান, এমনই মন্তব্য করেছেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার গোয়ায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল বলেন, 'গোয়াতে আমরা 'গোয়া ফার্স্ট' নামে 'গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টি' এবং 'আম আদমি পার্টি'র মধ্যে একটি জোটের ঘোষণা করছি। এই জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কারণ গোয়ার মানুষ বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে উপলব্ধি করেছেন, তাদের সামনে কোনও প্রকৃত বিকল্প ছিল না। তাদের হয় কংগ্রেস, নয়তো বিজেপির পক্ষে ভোট দিতে হয়েছে, অথচ এই দুই দলের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া বিদ্যমান ছিল। মানুষ একটি বিকল্প চায়।'

কেজরিওয়াল বলেন, 'এতদিন পর্যন্ত বিজেপি বা কংগ্রেস ছাড়া জনগণের সামনে অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। এই প্রথমবারের মতো 'গোয়া ফার্স্টে'র রূপে একটি বিকল্প উঠে এসেছে, এমন এক জোট যা বিজেপি বা কংগ্রেস, কোনওটিরই অংশ নয়।

কেদারনাথে বাড়ছে পুণ্যার্থীদের আগমন, সমস্ত চেকপয়েন্টে মোতায়েন পুলিশ

রুদ্রপ্রয়াগ, ১৩ সেপ্টেম্বর: উত্তরাখণ্ডের কেদারনাথে ক্রমেই বাড়ছে পুণ্যার্থীদের আগমন। পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে সমস্ত চেকপয়েন্টে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। রুদ্রপ্রয়াগের পুলিশ সুপার (এসপি) নিহারিকা তোমর রবিবার বলেন, 'শ্রী কেদারনাথ ধাম যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায় এখন পুরোদমে শুরু হয়েছে এবং তীর্থযাত্রীদের সংখ্যায় ধারাবাহিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ১৪ লক্ষ ৮৩ হাজার তীর্থযাত্রী শ্রী কেদারনাথ ধাম দর্শন করেছেন। যাত্রার এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা মাথায় রেখে আমরা কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি করছি। যাত্রা পথ কিংবা শ্রী কেদারনাথ ধাম ও ট্রেকিং রুট, সর্বত্রই আমাদের বিভিন্ন চেকপয়েন্টে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে, ড্রোন, দমকল এবং এসডিআরএফ-সহ আমাদের বিভিন্ন দলকে মোতায়েন করা হচ্ছে এবং আগামী দিনগুলির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।'

ময়দান

অভিষেকে শর্মার ব্যাটিং তাণ্ডবে আফগানিস্তানকে হারাল ভারত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৭ উইকেটের দাপুটে জয় পেল ভারত। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন দল ১৫৭ রানের লক্ষ্য মাত্র ১৩.৪ ওভারে তুলে নেয়। ভারতের জয়ের নায়ক অভিষেক শর্মা। মাত্র ৩২ বলে ৮২ রান করে ম্যাচের রং বদলে দেন তিনি। তাঁর ঝোড়ো ইনিংসে ছিল ৭টি চার ও ৭টি ছক্কা। বল হাতে অর্শদীপ সিংও ছিলেন দুর্দান্ত। ১৯ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নিয়ে আফগানিস্তানের রান তোলার গতি বারবার থামিয়েছেন তিনি। ভারতের প্রথম একাদশে এদিন জায়গা হয়নি বৈভব সূর্যবংশীর। তাঁর পরিবর্তে খেলেন অভিজ্ঞ সঞ্জু স্যামসন। কিন্তু ব্যাট হাতে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি সঞ্জু। আজমতউল্লাহ ওমরজাইয়ের বলে ৮ বলে ১০ রান করে ফিরে যান তিনি। এরপর ঈশান কিষাণকে সঙ্গে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন অভিষেক। প্রথম ৬ ওভারেই ৮২ রান তুলে ফেলে ভারত। মাত্র ২২ বলে অর্ধশতরান করেন অভিষেক। এরপর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন তিনি। নূর আহমেদের এক ওভারে পরপর ২টি ছক্কা মেরে ২৯ বলে ৭৪ রানে পৌঁছে যান। শেষ পর্যন্ত ৩২ বলে ৮২ রান করে মহম্মদ নবির বলে আউট হন তিনি। ঈশানও ৩৩ বলে ৪২ রান করে ফেরেন। তবে ততক্ষণে ভারতের জয় কার্যত নিশ্চিত। এর আগে টস জিতে আফগানিস্তানকে ব্যাট করতে পাঠান শ্রেয়স। শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের চাপে পড়ে যায় আফগান ব্যাটিং। জসপ্রীত বুমরাহ রাহমানউল্লাহ গুরবাজকে শূন্য রানে ফেরান। অর্শদীপ সিংয়ের পর অক্ষর পটেল ও বরুণ চক্রবর্তীর আঘাতে দ্রুত উইকেট হারায় আফগানিস্তান। ৪৩ রানে ৫ উইকেট পড়ে যাওয়ায় বড় রান তোলার আশা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে দলকে টেনে তোলেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই ও মোহাম্মদ নবি। দু'জনের ৮৩ রানের জুটি আফগানিস্তানকে বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করে। নবি করেন ৩৩ রান। ওমরজাই ৪৪ বলে অপরাজিত ৬৪ রান করে দলকে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৬ রানে পৌঁছে দেন। তবে সেই রান ভারতের কাছে যথেষ্ট ছিল না। অভিষেকের বিস্ফোরক ব্যাটিং এবং অর্শদীপের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ৩৮ বল হাতে রেখেই ম্যাচ জিতে নিল ভারত।

স্মৃতি-শেফালির ব্যাটিং ঝড় ও শ্রী চরণীর স্পিনে কাবু শ্রীলঙ্কা

এশিয়া কাপ ভারতের

নকভির হাত থেকে পুরস্কার নিতে মঞ্চে গেলেন না হরমনপ্রীতরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দুবাইয়ে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এশিয়া কাপের খেতাব নিজেদের দখলেই রাখল হরমনপ্রীত কৌরের ভারত। ব্যাট হাতে স্মৃতি মন্ধানা ও শেফালি বর্মার দাপটের পর বল হাতে শ্রী চারাণীদের দুরন্ত পারফরম্যান্সে ফাইনালে একতরফা জয় পেল ভারতীয় মহিলা দল। প্রথমে ব্যাট করে ভারত ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৮৩ রান তোলে। জবাবে শ্রীলঙ্কার ইনিংস থামে ৯ উইকেটে ১১১ রানে। ফলে ৭২ রানে জয় তুলে নিয়ে ফের এশিয়ার সেরা হল ভারত। শুরু থেকেই ভারতের ব্যাটিংয়ে ছিল আগ্রাসনের ছাপ। ওপেনিং জুটিতে স্মৃতি মন্ধানা ও শেফালি বর্মা শ্রীলঙ্কার বোলারদের উপর চাপ তৈরি করেন। দু'জনের দাপুটে ব্যাটিং ভারতকে বড় রানের ভিত গড়ে দেয়। গোটা প্রতিযোগিতাতেই দুরন্ত ছন্দে থাকা শেফালি ব্যাট হাতে আবারও নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করেন। স্মৃতিও দলের রানের গতি ধরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তাঁদের ব্যাটিংয়ের সৌজন্যেই ফাইনালে বড় সংগ্রহের পথে এগিয়ে যায় ভারত। ভারতের দেওয়া বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে শ্রীলঙ্কা। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়ে রান তোলার গতি ধরে

রাখতে পারেনি তারা। ভারতীয় বোলারদের নিয়ন্ত্রিত আক্রমণের সামনে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং ক্রমশ ভেঙে পড়ে। বিশেষ করে শ্রী চরণীর ঘূর্ণি শ্রীলঙ্কার ব্যাটারদের যথেষ্ট সমস্যায় ফেলে। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের বোলিং বিভাগ প্রতিপক্ষকে কোনও সময়ই স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। ফাইনালের এই জয় ভারতীয় মহিলা দলের জন্য বিশেষ তাৎপর্যের। এশিয়া কাপের মঞ্চে আবারও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করল হরমনপ্রীতের দল। ব্যাটিংয়ে স্মৃতি-শেফালির ঝড় এবং বোলিংয়ে শ্রী চরণীদের নিয়ন্ত্রিত আক্রমণ; দুইয়ের মিশেলেই এল দুরন্ত জয়। শ্রীলঙ্কাকে ৭২ রানে হারিয়ে এশিয়ার সেরা হওয়ার পাশাপাশি গোটা প্রতিযোগিতায় নিজেদের ধারাবাহিকতারও প্রমাণ দিল ভারত।

ব্রাজিল এবং উরুগুয়ের বড় নাম নিয়ে ভাবছেন না অনিরুদ্ধ থাপা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ফিফা আন্তর্জার্তিক উইন্ডোতে ভারত পানামা, ব্রাজিল এবং উরুগুয়ের মতো দলের মুখোমুখি হবে। এই ম্যাচগুলির জন্যই ভারতের তারকা মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা অপেক্ষা করে রয়েছেন। ২৮ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার দু'বছর পর জাতীয় দলে ফিরতে চলেছেন। থাপা শেষবার ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে মরিশাসের বিরুদ্ধে 'ব্লু টাইগার্স'-দের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন। দলে ফিরে এসে তিনি এবার ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে নিজের প্রত্যাবর্তন করতে মুখিয়ে রয়েছেন। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর শ্রী কান্তিরাভা স্টেডিয়ামে পানামার মুখোমুখি হবে ভারত। এরপর ৩ অক্টোবর পাঁচবারের ফিফা বিশ্বকাপ জয়ী ব্রাজিল এবং ৬ অক্টোবর দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের বিরুদ্ধে কলকাতার বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে নামবে তারা। থাপা বলেন, এসবাই জানেন যে ব্রাজিল এবং উরুগুয়ে দু'জনেই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। ওদের দলে বিশ্বমানের খেলোয়াড় রয়েছে এবং ওরা বিশ্বকাপ জিতেছে। একজন খেলোয়াড় হিসেবে আমার কাছে ভারতের মাটিতে, আমাদের ঘরের সমর্থকদের সামনে ওদের বিরুদ্ধে খেলার এই সুযোগটা জীবনে একবারই আসে।' এই মিডফিল্ডার আরও যোগ করেন, 'দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে, নিজেকে পরীক্ষা করতে এবং দল হিসেবে আমরা কতটা ভালো তা দেখতে আমি সত্যিই খুব উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত। ওদের বিরুদ্ধে খেলে আমরা অনেক অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে পারব।' ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে খেলা তিনটি দলের মুখোমুখি হওয়ার এই সম্ভাবনা স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় শিবিরের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি করেছে। তবে থাপার বিশ্বাস, মাঠে নামার পর খেলোয়াড়দের এই উৎসবের আমেজ বা আবেগকে একপাশে সরিয়ে রাখতে হবে। তিনি বলেন, 'আমরা যখন একসাথে বসে এই ম্যাচগুলো নিয়ে কথা বলি, তখন খুব উত্তেজনা কাজ করে।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
IRRIGATION & WATERWAYS DIRECTORATE
ABRIDGED e-NIT
e-NIT No. e-NIT- 09/2026-27 (Sl. 01 to 04) of Executive Engineer, MMED.
Online tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the eligible bonafide contractors for the work. Last date and time of application is 21st Sept, 2026, 17:00 Hrs. IST. Others details may be available from the office of the undersigned during office hours on any working days. Details of tender notice may be seen at www.wbiwd.gov.in and https://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Metropolitan Mechanical & Electrical Division
ICA- T17823(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
W.B. MINORITIES DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION
Notice Inviting e-Quotation
NIeQ No. MHW (Amber)-01 of 2026-27
WBMDFC invites NIeQ from bonafide, reputed agencies for the work of "Maintenance of various types existing 30 nos. indoor and 300 nos. outdoor ready pots of plants by engaging one no. gardener at Amber building of WBMDFC." Last date of submission of bid is 25.09.2026 up to 05:30 P.M. Corrigendum or addendum, if any, will be uploaded only on the e-procurement system & Corporation's website. For more Details visit at www.wbmdfc.org and http://wbtenders.gov.in Toll Free No. 1800-120-2130. Sd/- Managing Director
ICA- T17824(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: 20/EE/DIV-IV/Housing (BSUP)/KMDA of 2026-2027
e-Tender is invited by The Executive Engineer, DIV-IV, Housing (BSUP), Housing Sector, KMDA, 6th floor, Block-A, Unnayan Bhavan, DJ-11, Sector-II, Salt Lake City, Kolkata-700091, from reliable, resourceful, bonafide and experienced firms / companies / individual / partnership firm contractors, for the work, **Name of Work, Estimated Amount, Earnest Money, Time of Completion,** Dismantling and renovate of UGR and relaying of sewerage system at Subhas Sarobar in KIT scheme No. LXXXV, 46, Suren Sarkar Road, Kolkata- 700 010 under Housing Sector, KMDA., Rs.2,56,564/- (including GST & LWC), Rs.5,140/-, 03 months, **Last date & time of Online Bid submission:** 23.09.2026, Time: 13.00 hrs., for details contact the above office or visit both websites. **(KMDA-511)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
ICA- T17825(1)/2026

BHATPARA MUNICIPALITY
Kankinara, 24 pgs. (North)
NIeT No. MAD/ULB/BHATPARA/DR-2/460, Dated: 11/09/2026
NIeT is invited in two parts for "Desilting including cleaning of hyacinth of Drain ..... in Ward No. 9 & 11 under Bhatpara Municipality. "
Last Date of Submission of tender is **21/09/2026 at 16:00 Hrs.** Details may be seen in "tenders.wb.gov.in" and "bhatparamunicipalitygov.co.in"
Sd/-
Executive Officer & Administrator
Bhatpara Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ • পেজ ৮

স্থূলতা

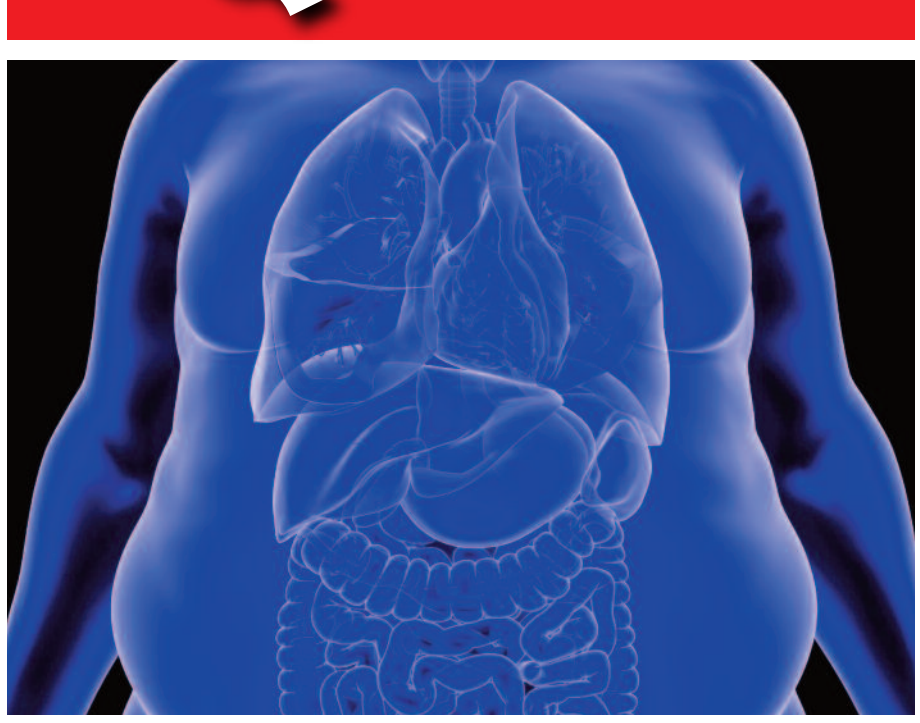

আবু তাহের

স্থূলতা একটি জটিল ব্যাধি যার মধ্যে শরীরে অস্বাস্থ্যকর পরিমাণে ওজন থাকে। ৩৫ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রাপ্তবয়স্কদের যাদের BMI 30 এর বেশি তারা স্থূলকায়। এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ যা ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, পিত্তথলির পাথর এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী রোগের কারণ হতে পারে।

স্থূলতা গুরুতর একটি কারণ যা মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি এবং জীবনযাত্রার মান হ্রাসের সাথে সম্পর্কিত। স্থূলতা বিভিন্ন ক্যান্সারের ঝুঁকির কারণ। স্থূলতার চিকিৎসা করা কঠিন এবং এর পুনরাবৃত্তির হারও বেশি।

স্থূলতা কী কী প্রকারের —

- ভিসেরাল ওবেসিটি লিভার এবং অগ্ন্যাশয়ের মতো অঙ্গগুলির চারপাশে পেটের গভীরে চর্বি জমা হয়, যা টাইপ ২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং উচ্চ রক্তচাপের মতো বিপাকীয় রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
- ত্বকের নিচের স্থূলতা এটি ভিসারাল ফ্যাটের তুলনায় কম বিপাকীয়ভাবে সক্রিয় এবং সাধারণত কম স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে।
- অ্যান্ড্রয়েড স্থূলতা পেটের অংশে চর্বি জমা, যা সাধারণত পুরুষদের মধ্যে দেখা যায়। এটি মেটাবলিক সিনড্রোম এবং কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।
- গাইনোকয়েড ওবেসিটি নিতম্ব এবং উরুতে জমা চর্বি, যা প্রায়শই মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। যদিও অ্যান্ড্রয়েড স্থূলতার তুলনায় কম ঝুঁকিপূর্ণ, তবুও এটি স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- অন্তঃসত্ত্বা স্থূলতা জেনেটিক্স বা হরমোনের ভারসাম্যহীনতার মতো অভ্যন্তরীণ কারণগুলির দ্বারা সৃষ্ট স্থূলতা, যা প্রায়শই চিকিৎসা হস্তক্ষেপ ছাড়া পরিচালনা করা কঠিন।
- বহিরাগত স্থূলতা অতিরিক্ত খাওয়া এবং ব্যায়ামের অভাবের মতো বাহ্যিক কারণগুলির কারণে স্থূলতা দেখা দেয়, যা সাধারণত অতিরিক্ত ক্যালোরি গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত।
- শৈশব স্থূলতা শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্থূলতা, প্রায়শই খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং নিষ্ক্রিয়তার সাথে যুক্ত, যার দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যগত পরিণতি রয়েছে।
- অস্বাস্থ্যকর স্থূলতা ৪০ বা তার বেশি BMI সহ গুরুতর স্থূলতা, যা প্রধান স্বাস্থ্য ঝুঁকির সাথে যুক্ত এবং ব্যারিয়াট্রিক সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে।

স্থূলতার লক্ষণগুলো

শরীরে অতিরিক্ত চর্বি জমে,শ্বাসকষ্ট,ঘাম,নাক ডাকার সমস্যা, ত্বকের সমস্যা,কিছু শারীরিক সঞ্চালনে অক্ষমতা,অবসাদ,ব্যথা,মানসিক প্রভাব ইত্যাদি। শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের স্থূলতার লক্ষণ-- খাওয়ার রোগ,ফ্যাটি টিস্যু জমা,নিতম্ব এবং পিঠে প্রসারণের চিহ্ন,শ্বাসকষ্ট,নিদ্রাহীনতা,কোষ্ঠকাঠিন্য, জিআই রিফ্লাক্স,অর্থোপেডিক সমস্যা।

কখন একজন ডাক্তার দেখাবেন?

আপনার যদি ওজন নিয়ে উদ্বেগ থাকে, স্থূলতাজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে, অথবা ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশনার প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনার ডাক্তারের সাথে দেখা করা উচিত।

আপনার ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, অথবা জয়েন্টে ব্যথার মতো স্বাস্থ্যগত সমস্যা থাকলে অথবা যদি লক্ষ করেন অকারণে ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে অথবা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ওজন কমাতে পারছেন না।

স্থূলতা আপনার দৈনন্দিন জীবন বা মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে।

আপনি ওজন কমানোর অস্ত্রোপচারের কথা ভাবছেন অথবা আপনার পারিবারিক ইতিহাসে এই ধরণের কোনও রোগ আছে।

স্থূলতার কারণ

- প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যায়ামের চেয়ে বেশি ক্যালোরি খাওয়ার ফলে স্থূলতা হতে পারে। এই অতিরিক্ত ক্যালোরি, সময়ের সাথে সাথে, ওজন বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। স্থূলতার সাধারণ নির্দিষ্ট কারণগুলির মধ্যে রয়েছে
- **জেনেটিক্স** — আপনার শরীর কীভাবে খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং কীভাবে চর্বি সঞ্চয় করে তা প্রভাবিত করতে পারে।
- **বয়স বাড়লে** — পেশীর ভর কমে যেতে পারে এবং বিপাকীয় হার ধীর হয়ে যেতে পারে, যার ফলে ওজন বাড়ানো সহজ হয়।
- **পর্যাপ্ত ঘুম না হলে** — হরমোনের পরিবর্তন হতে পারে যার ফলে আপনি আরও ক্ষুধার্ত বোধ করতে পারেন এবং কিছু উচ্চ-ক্যালোরিযুক্ত খাবারের প্রতি আকাঙ্ক্ষা তৈরি করতে পারেন।
- **গর্ভাবস্থায় ওজন বৃদ্ধির কারণে** — গর্ভাবস্থার শেষে ওজন হ্রাস করা কঠিন হতে পারে এবং অবশেষে স্থূলতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। কিছু স্বাস্থ্যের অবস্থাও ওজন বাড়াতে পারে, যা স্থূলতার কারণ-- পলিসিস্টিক ডিম্বাশয় সিন্ড্রোম পলিসিস্টিক ডিম্বাশয় সিন্ড্রোম (পিসিওএস), একটি অবস্থা যা মহিলা প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।
- **প্রেডার-উইলি সিন্ড্রোম** — জন্মের সময় উপস্থিত একটি বিরল অবস্থা যা অত্যধিক ক্ষুধার কারণ।
- **কুশিং সিন্ড্রোম** — আপনার সিস্টেমে উচ্চ মাত্রার কর্টিসল (স্ট্রেস হরমোন) থাকার কারণে সৃষ্ট একটি অবস্থা।
- **হাইপোথাইরয়েডিজম** — হাইপোথাইরয়েডিজম এমন একটি অবস্থা যেখানে থাইরয়েড গ্রন্থি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হরমোন তৈরি করতে পারেনা।
- **অস্টিওআর্থারাইটিস** — অস্টিওআর্থারাইটিস এবং অন্যান্য ব্যথা, এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যা কার্যকলাপ হ্রাস করতে পারে।

স্থূলতা প্রতিরোধের উপায়

- সীমিত স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ।
- ধূমপান ত্যাগ সবসময়ই ভালো।
- ফাস্ট ফুড বর্জন করুন।
- নিয়মিত শরীরচর্চা করুন।
- খাদ্যতালিকায় শাকসবজি যোগ করুন পেট ভরাতে এবং কম ক্যালোরি গ্রহণ করতে আপনার প্রতিদিনের খাবারে টমেটো, গাজর এবং গাঢ় রঙের শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করুন।

- গ্রিন টি পান করুন ওজন কমাতে সাহায্য করার জন্য প্রতিদিন ২-৩ কাপ গ্রিন টি পান করুন।
- ব্যায়াম নিয়মিত অতিরিক্ত চর্বি পোড়াতে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে প্রতিদিনের শারীরিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করুন।
- মধু এবং লেবুর জল প্রতিদিন সকালে হালকা গরম জলে ১ চা চামচ মধু এবং লেবুর রস মিশিয়ে পান করুন।
- শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকুন প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০-৬০ মিনিট শারীরিক কার্যকলাপে নিযুক্ত থাকুন, যেমন হাঁটা, জগিং, সাইকেল চালানো, অথবা যোগব্যায়াম।
- পর্যাপ্ত পরিমানে জল পান করুন।
- চিনিযুক্ত খাবার এবং পানীয় সীমিত করুন।

কালে কালে শব ব্যবচ্ছেদ ও ডাঃ মধুসূদন গুপ্ত

ডাঃ শামসুল হক

চিকিৎসা শাস্ত্রে শব ব্যবচ্ছেদের আবশ্যিকতা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সেটা উপলব্ধি করেছিলেন আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের চিকিৎসক থেকে ছাত্র সমাজ ও। শুশ্রুত সংহিতা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে বর্ণিত আছে সেইসব কথাও। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যকে তার প্রচলন হয়েছিল এই দেশে এবং সেই সূত্র ধরেই প্রথম শুরু হয় শল্য চিকিৎসাও। তাইতো ভারতীয় চিকিৎসা এবং চিকিৎসক মহলে মহামুনি শুশ্রুতকেই শল্যচিকিৎসার জনক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

শুশ্রুত ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষকও। নিজের আশ্রমে ছাত্রদের শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে টোল ও খুলেছিলেন তিনি। আর সেখানে ছাত্রদের তিনি দিতেন চিকিৎসাশাস্ত্রের শিক্ষাও। সেখানে শব ব্যবচ্ছেদের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব ও দিতেন তিনি।

সেইভাবেই কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছর । কিন্তু একটা সময় তা বন্ধও হয়ে গিয়েছিল কিছু মানুষের অসহযোগিতারই কারণে।

শাস্ত্রেরই দোহাই দিয়ে তাঁরা বন্ধ করে দিয়েছিলেন সেই প্রথা। সেটাকে তখন একটা পাপ কর্ম হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং সমাজের মাতব্বর দ্বারা নিষিদ্ধ ও ঘোষিত হয়েছিল।

তারপর কেটে গিয়েছিল অনেকগুলো বছর । অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে সেইসময় সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত শব ব্যবচ্ছেদ নিয়ে আবার মাথা ঘামাতে শুরু করেন। তখন তাঁকে সহায়তা করেন সেইসময়ের প্রখ্যাত শিক্ষানুরাগী ডেভিড হেয়ার সাহেব। তারপর তাঁর প্রচেষ্টাতেই ১৮৩৬ সালের জানুয়ারি মাসের দশ তারিখ সংস্কৃত কলেজ থেকে মধুসূদন গুপ্তকে বদলি করা হয় কলকাতা মেডিকেল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদের প্রস্তুতি হিসেবেই।

নতুন জায়গায় এসে ডাঃ গুপ্ত নতুন উদ্যমে শুরু করে দিয়েছিলেন তাঁর কাজও। বলা যেতে পারে ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের শব ব্যবচ্ছেদের শুরুর সময় সেটাই। আর উদ্বোধনের দিন তাঁর ই সম্মানার্থে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সকলের উদ্দেশ্যে তোপধ্বনিও করা হয়েছিল। আবার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে সেখানে হাজির ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরও।

তারপর একটানা বাইশ বছর ধরে কলকাতা মেডিকেল কলেজে সম্মানের সঙ্গেই কাজ করে গেছেন ডাঃ মধুসূদন গুপ্ত। গভীর নিষ্ঠার সঙ্গেই তিনি ছাত্র ছাত্রীদের শেখাতেন শব ব্যবচ্ছেদের নানান পদ্ধতিও। যদিও তখন ও যে কিছু কিছু বাধাবিপত্তি তাঁর সামনে এসে হাজির হয়নি তা নয়। একশ্রেণীর গোঁড়া মানুষ ভিতরে ঢুকে তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টিও করেছিল। কিন্তু সেইসময় কোনকিছুর তোয়াক্কা না করেই নিজের পথেই এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ফলে পদোন্নতিও হয়েছিল তাঁর। ১৮৪৮ সালে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের পদে নিয়োজিত করেন। ১৮৫২ সালে সুপার পদেও উত্তীর্ণ হন তিনি।

একজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক হিসেবে তিনি যেভাবে শব ব্যবচ্ছেদের বিষয়টিকে উন্নতির একেবারে শীর্ষাদেশে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা ভাবলে গর্বে বুক ভরে ওঠে আমাদের। তাই স্মৃতি রক্ষার্থে ১৮৪৯ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে বেথুন সাহেবের তত্বাবধানে স্থাপিত হয়েছিল তাঁর একটা তৈলচিত্রও।

ফ্লুইড ক্যালকুলেশন ও টেকনোলজিস্টদের অপারেশন থিয়েটারে প্রয়োজনীয় সক্রিয়তা

শুভজিৎ বসাক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ইতিহাসে শল্যচিকিৎসার বিবর্তন এক বিস্ময়কর অধ্যায়, যার পর্দার আড়ালে থেকে রোগীর প্রাণরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অপারেশন থিয়েটার ও অ্যানাস্থেসিয়া টেকনোলজিস্টরা। ১৭৯২ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর প্রধান সার্জেন ডমিনিক জিন ল্যারি প্রবর্তিত 'ট্রিয়েজ' বা শ্রেণীবিন্যাস ব্যবস্থার হাত ধরেই মূলত 'আধুনিক অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি' এর সূচনা হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিলব্ধ জ্ঞানের মেলবন্ধনে এই পেশাটি কেবল যন্ত্রচালকের স্তর ছাড়িয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈজ্ঞানিক জ্ঞাননির্ভর পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে। বলাইবাহুল্য, আজকের উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবায় অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের স্বচ্ছ ধারণা, নিখুঁত বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান এবং তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবল হাসপাতালের ওটি টেবিলকেই সুরক্ষিত রাখে না, বরং সামগ্রিক সামাজিক পরিসরে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের গভীর আস্থা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘকাল অবহেলিত থাকার পর, ভারতের প্রেক্ষাপটে, এই উহ্য পরিসরকে সম্মান জানাতে ২০১৭ সালে জাতীয় স্তরের প্রথম সরকার স্বীকৃত সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া অ্যানাস্থেসিয়া অ্যান্ড অপারেশন থিয়েটর টেকনোলজিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সংগঠনের প্রতিষ্ঠা দিবস অর্থাৎ ২০ জুলাই দিনটিকে দেশজুড়ে 'জাতীয় অপারেশন থিয়েটার এবং অ্যানাস্থেশিয়া টেকনোলজিস্ট দিবস' হিসাবে পালন করা হবে। দিল্লির বাসাইদারাপুর ইএসআই (ESI) হাসপাতালের প্রাক্তন চিকিৎসক প্রমিলা ভাল্লা এই দিনটির রাষ্ট্রীয় অনুমোদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাস্তবে এই বিশেষ দিনটি চিকিৎসা ব্যবস্থায় তাঁদের পেশাগত মর্যাদা ও সামাজিক স্বীকৃতিকে তুলে ধরে।

আধুনিক শল্যচিকিৎসার একটি অন্যতম অবিচ্ছেদ্য ও সংবেদনশীল অঙ্গ হলো রোগীর শরীরে তরল বা ফ্লুইড ব্যবস্থাপনা এবং এর সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করা। ছোট থেকে বড় যেকোনো অস্ত্রোপচারের সময় এবং তার পরবর্তী ধাপে রোগীর রক্তচাপ বজায় রাখা, কোষে অক্সিজেনের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে ফ্লুইড চালনা করা অত্যন্ত

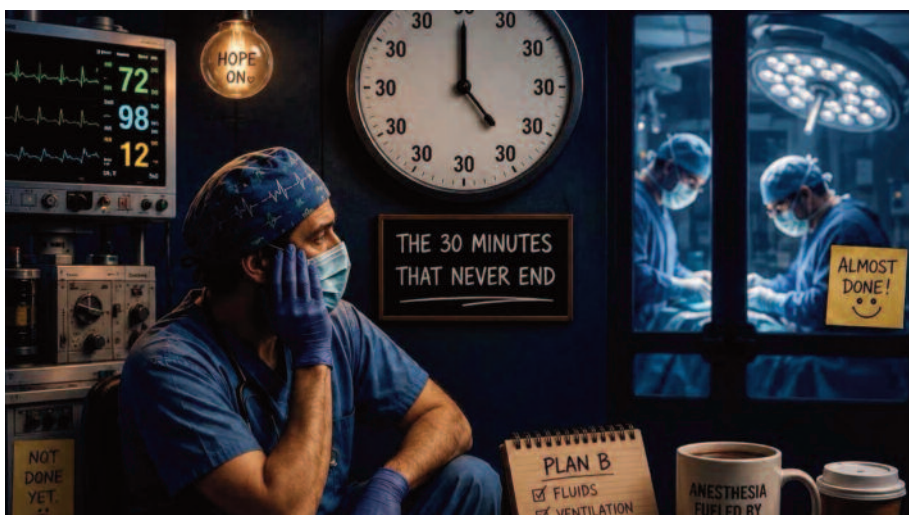

আবশ্যক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই ফ্লুইড মূলত দুই ভাগে বিভক্ত; ক্রিস্টালয়েড এবং কলয়েড। ক্রিস্টালয়েড ফ্লুইডের মধ্যে নরমাল স্যালাইন বা ০ . ৯ শতাংশ সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং রিঙ্গার্স ল্যাকটেট সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়, যা শরীরের জলীয় অংশ ও লবণের ঘাটতি দ্রুত পূরণ করে। অন্যদিকে, কলয়েড ফ্লুইড যেমন অ্যালবুমিন, হাইড্রোক্সিইথাইল স্টার্চ রক্তনালীর ভেতরে তরলের চাপ বা অঙ্কোটিক প্রেশার বজায় রাখতে সাহায্য করে, যা মূলত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের সময় রোগীর জীবন বাঁচাতে ব্যবহৃত হয়। অস্ত্রোপচার চলাকালীন রোগীর শরীরের এই তরল চালনার জন্য অত্যন্ত নিখুঁত ও বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেশন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যা ' ৪ - ২ - ১ নিয়ম ' বা হলিডে-সেগার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, রোগীর ওজনের প্রথম ১০ কেজির জন্য প্রতি কেজিতে ৪ মিলিলিটার, পরবর্তী ১০ কেজির জন্য প্রতি কেজিতে ২ মিলিলিটার এবং অবশিষ্ট প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১ মিলিলিটার প্রতি ঘণ্টা হিসেবে মেইনটেন্যান্স ফ্লুইড নির্ধারণ করা হয়। এর পাশাপাশি অস্ত্রোপচারের আগের দীর্ঘ উপবাসের কারণে ঘাটতি হওয়া তরল এবং অস্ত্রোপচারের সময় রক্তক্ষরণ বা বাষ্পীভবনের কারণে যে ক্ষতি হয়, তারও নিখুঁত হিসাব কষে ফ্লুইড চালনা করতে হয়।

এই ফ্লুইড ক্যালকুলেশনে সামান্যতম বিচ্যুতি বা অসচেতনতা রোগীর জন্য মারাত্মক ও জীবনঘাতী বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। কোনো কারণে রোগীর দেহে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ফ্লুইড চালনা বা 'ফ্লুইড ওভারলোড' হলে তা সরাসরি হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ফুসফুসের সূক্ষ্ম বায়ুথলিতে জল জমিয়ে দেয়, যাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় পালমোনারি ইডিমা বলা হয়; এরফলে রোগীর তীব্র শ্বাসকষ্ট ও অক্সিজেনের চরম অভাব দেখা দেয়। ঠিক বিপরীতভাবে, অসাবধানতাবশত যদি রোগীর শরীরে প্রয়োজনের চেয়ে কম ফ্লুইড চালনা করা হয়, তবে তা শরীরে চরম জলশূন্যতা বা হাইপোভোলেমিয়ার সৃষ্টি করে। এর ফলে রোগীর রক্তচাপ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় এবং হৃৎপিণ্ড সারা শরীরে পর্যাপ্ত রক্ত পাম্প করতে ব্যর্থ হয়। কোষে রক্ত ও অক্সিজেনের প্রবাহ কমে যাওয়ায় রোগী 'হাইপোভোলেমিক শক'-এর শিকার হতে পারে, যা টিস্যুর মারাত্মক ক্ষতি করে এবং শরীরে ক্ষতিকর ল্যাকটিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তরলের এই ঘাটতি যদি দ্রুত ধরা না পড়ে, তবে তা কিডনি, লিভার ও মস্তিষ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণ স্তব্ধ বা বিকল (Multi-organ failure) করে দিতে পারে। বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ এবং আগে থেকে হৃদরোগ বা কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে ফ্লুইডের এই সামান্য কম-বেশি হওয়াটাই জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান গড়ে দেয়। ঠিক এই সংবেদনশীল চিকিৎসাগত ও মনস্তাত্ত্বিক জায়গাতেই একজন দক্ষ অ্যানাস্থেসিওলজিস্টের পাশে অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের অত্যন্ত যোগ্য সহকারী স্বাস্থ্যকর্মী ও দক্ষ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টের প্রত্যক্ষ, নিখুঁত ও সক্রিয় অবদান অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

আজকের উন্নত প্রযুক্তিগত চিকিৎসা ব্যবস্থায় অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা আধুনিক শল্যচিকিৎসা কক্ষের কারিগরি ও চিকিৎসাগত মেরুদণ্ড। অ্যানাস্থেসিয়া প্রয়োগের জটিল আধুনিক মেশিনারি, মাল্টিপ্যারা মনিটর, ভেন্টিলেটর এবং এই পরিসরে ব্যবহৃত উন্নত গ্যাজেটগুলোর নিখুঁত ক্যালিব্রেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ যেমন তাঁদের গভীর দক্ষতার ওপর নির্ভর করে, তেমনি ফ্লুইড থেরাপির ক্ষেত্রেও তাঁদের দায়িত্ব ও সচেতনতা অত্যন্ত ব্যাপক। অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট যখন রোগীর জীবনদায়ী ওষুধ ও ফ্লুইড নির্ধারণ করেন, তখন ওটি টেকনোলজিস্ট তাঁর বৈজ্ঞানিক দূরদর্শিতা দিয়ে তরল চালনার সঠিক গতি বা ড্রপ রেট, ইনফিউশন পাম্পের নিখুঁত সেটআপ এবং সেন্ট্রাল ভেনাস প্রেশার মনিটরিং ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিশ্চিত করেন। অস্ত্রোপচার চলাকালীন রোগীর ইউরিন আউটপুট সূক্ষ্মভাবে ট্র্যাক করা এবং রক্তক্ষরণের পরিমাণ হিসাব করে তরল প্রতিস্থাপনের গতি পরিবর্তন করার মতো গুরুদায়িত্ব তাঁরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। এই আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক চিকিৎসায় প্রতিটি সেকেন্ড মূল্যবান, যেখানে মনিটরের সামান্যতম পরিবর্তনের পূর্বাভাস অনুধাবন করে অ্যানাস্থেসিয়া বিভাগের একজন যোগ্য সহকারী স্বাস্থ্যকর্মী ও দক্ষ মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট হিসাবে তাঁরা তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি সামাল দিতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের উচ্চতর স্নাতক ও ডিপ্লোমা স্তরের আধুনিক শিক্ষা তাঁদের এই গুরুদায়িত্ব পালনের উপযোগী করে তুলেছে।

চিকিৎসাবিজ্ঞান যত উন্নত হচ্ছে, অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের জ্ঞান ও সক্রিয়তার পরিধি তত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা প্রতিটি সফল অস্ত্রোপচার এবং রোগীর নিরাপদ জীবন প্রত্যাবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। শল্যচিকিৎসা কক্ষের এই জটিল প্রযুক্তিগত ও চিকিৎসাগত সমন্বয় আজ প্রমাণ করে যে, অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট এবং অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের যৌথ টিমওয়ার্ক ছাড়া একটি নিরাপদ ও সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।